ছাত্রজীবন।

স্বামী রঘুনন্দন।

ছাত্রজীবন।

স্বামী রঘুনন্দন।

বৈশাখ, ১৩১৮।

 [মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

কলিকাতা

১৭।৩ টেম্পল্ ষ্ট্রীট, উল্টাডাঙ্গা হইতে
শ্রীকার্ত্তিকেশ্বর রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রঞ্জন প্রেস
২৯, বীডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

জগদেক আরাধ্য

মদীয় অভীষ্টদেবের

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে অর্পিত,

এই ক্ষুদ্রকুসুমাঞ্জলি নির্ম্মাল্য

নির্ম্মল হৃদয়

ছাত্র বৃন্দের করকমলে

সাদরে অর্পিত হইল।

গুরুদেব !

বাল্যকালে যাহাকে আদরে আহ্বান করিয়া, মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলে, সেই হতভাগ্যই আমি। প্রভো! হতভাগ্য তখন তোমাকে চিনেনাই—বুঝে নাই, প্রাণ ভরিয়া সা[illegible] মিটাইয়া তোমা[illegible] একদিন ও পূজা করিবার পূর্ব্বেই, তুমি মরজগতের লীলা সাঙ্গ করিয়া, নিত্যধামে আনন্দ সাগরের লীলা-তরঙ্গে নিত্য ক্রীড়ায় মনোভিনিবেশ করিয়াছ। তাই প্রভু সাধ মিটে নাই, আশা পূরে নাই। এখন তোমার সেই দেবনিন্দিত সৌম্য-শান্ত মধুর কান্তি বিশিষ্ট সুন্দর সুঠাম প্রতিমূর্ত্তির প্রতি[illegible]ত হতভাগার হৃদয় পূর্ণ।

প্রভো! তোমারই শক্তি-প্রভাবে, তোমারই মঙ্গলময় ইচ্ছায় মানব জীবনের অসহনীয়, অসংখ্য উৎপীড়ন, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, এতদিন পরে তোমারই মঙ্গলময় উপদেশবাণী লইয়া, আজ তোমারই পূজা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। গুরুদেব? তোমারই উদ্যানে তোমারই ইচ্ছায় প্রস্ফুটিত কুসুম, সৌরভ-সৌন্দর্য্যে হীন হইলেও তুমি তাহার অনাদর করিতে পারিবে না; ইহাই একমাত্র ভরসা।

নিত্য-নবশক্তির বিকাশক মহা-মহিমা-ময়! তোমারই শ্রীচরনারবিন্দে অর্পিত কুসুমাঞ্জলি, আশীর্ব্বাদ-রূপে ছাত্রবৃন্দের করকমলে অর্পণ প্রয়াসে অগ্রসর হইতেছি। আশীর্ব্বাদ করিও তোমার নিত্যমঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ বাঙ্গালার দ্বারে-দ্বারে নরে-নরে প্রচারিত হইয়া তোমারই শক্তিপ্রভাবে তাহাদের হৃদয় শক্তি পূর্ণ হউক; এবং তাহার তোমার প্রীতিবর্দ্ধনে সমর্থ হউক।

তোমারই আশীর্ব্বাদে, তোমারই ইচ্ছায়, তোমারই মঙ্গলময় মহা-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম-ময় জীবন উত্তরোত্তর উন্নীত করিয়া, তোমারই সেবকের সুদীন প্রার্থনা পূরণ করিও।

অথবা তোমারই মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ করিও।

রঘুনন্দন।

নিবেদন।

অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, অনেক কথা লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইলে নানাপ্রকার অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনায় ক্ষান্ত রহিলাম। এই ক্ষুদ্রপুস্তিকায়, যে সমস্ত বিষয়ের আভাস লইয়া আলোচনা করা গেল, ইহার বিস্তারিত আলোচনা নিতান্ত আবশ্যকায় সন্দেহ নাই। তাই "শক্তিসঞ্চয়" নামক গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয়ের বিশদরূপ আলোচনা, এবং আলোচিত বিষয়গুলি ফলে পরিণত করিবার উপায় প্রভৃতি, বিশেষ প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ের আলোচনাও মীমাংসা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যদিও পুস্তকখানি এখনও সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় নাই, তবুও, গ্রাহকগণের সহানুভূতি পাইলে অতিশীঘ্রই সাধারণ সমক্ষে উপনীত হইবে।

গ্রন্থকার

মুখবন্ধ।

আজকাল দেশে পুস্তকের অভাব নাই, তবুও অভাবের ও অভাব নাই। অভাবের স্বাভাবিকশক্তি হৃদয়কে কাতর করিয়া দেয়, এবং মানুষের স্বাভাবিক শক্তি প্রভাবে মানুষ প্রতীকারের জন্য প্রস্তুত হয়, চেষ্টা করে। অভাবের মাত্রা দেশে এতাধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, তাহার বিষাদ মলিন প্রতিচ্ছবি, বঙ্গবাসী প্রায় নর-নারীর বদন মণ্ডলে প্রকটিত হইতেছে। আবার অনেকেই তাহার প্রতিকার বাসনায় চেষ্টা যত্ন ,ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতেছেন। বাস্তবিক দেশবাসীর এবম্বিধ দুর্দ্দশা দর্শনে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। যদিও ভগবানের সৃজিত জীবের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব উন্মোচনের জন্য ভগবানই শক্তি বিকাশ করিবেন ; তবুও জীব তাহার প্রকাশ-ক্ষেত্র। তাই তদীয় ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া, দেশের এবম্বিধ ঘোর অভাবের যথাসাধ্য প্রতীকার বাসনায়, তাহার আবির্ভাবের কারণ, এবং প্রতীকারের উপায় সম্বলিত মনস্বী গ্রন্থকর্ত্তার মঙ্গলময় উপদেশ বাণী, প্রচার জন্য এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্রশক্তি প্রযোজিত হইল। দেশবাসী ইহার দ্বারা কথঞ্চিত উপকৃত হইয়াও ভগবৎ প্রীতি সংবর্দ্ধনে যত্নবান হইলেই চেষ্টার সফলতা অনুভব করিব।

প্রকাশক—
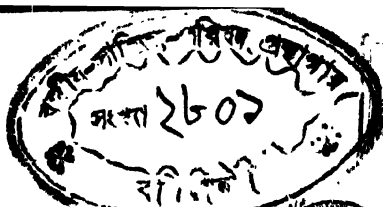
ছাত্রজীবন

সেই ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষে মহর্ষি কপিল, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি জন্মগ্রহণ করিয়া, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বসমূহের, আলোচনা দ্বারা, অধ্যাত্মবাদের উচ্চ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। সেই ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষে মনু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, পরাশর জন্মগ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম কারণ তত্ত্বসমূহ আলোচনা করতঃ বর্ণা-শ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দু সমাজের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে কালচক্রের কঠোর নিস্পেষণে নিস্পেষিত হইয়া হিন্দুজাতি আজও ধরাবক্ষে-বিচরণ করিতেছে, আজও পৃথিবীস্থ মানব সমাজে হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষে শুভ্র শ্মশ্রুধারীশীর্ণকায় জীর্ণচীরপরিহিত কাননকুটীর নিবাসী অধ্যাত্ম বাদের জগদ্গুরু মহামনস্বী ব্যাস জন্ম গ্রহণ করিয়া, বেদচতুষ্টয় বিভাগ করতঃ গৌরবময় "বেদ-ব্যাস" উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন, বেদান্ত বাদের মঙ্গলময় বাণীদ্বারা জগৎকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিলেন, এবং পুরাণ শিরোমনি ভাগবতের অমৃতময় বাণীদ্বারা পূর্ণব্রহ্ম মহাদর্শ ভগবানের

জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, নর নয়নের গোচরীভূত করণোপায় নির্দ্দেশ করিয়া-ছিলেন। সেই ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষে শাক্য, শঙ্কর, নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষে রাজর্ষি অশোক, ঐতি-হাসিক যুগের ক্ষত্রিয়কুল পবিত্র করিয়া, সমুদ্র হইতে শৈলেন্দ্র সুমেরু পর্য্যন্ত কোটী কোটী নর নারীকে ছত্র ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করতঃ পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধদেব প্রচারিত মহান ধর্ম্মের প্রবল প্রবাহে সিংহল হইতে চীন পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই বাঙ্গলাদেশই সেই ভারতবর্ষের অন্নক্ষেত্র, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। এই বাঙ্গলাদেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া, লোক পাবন মঙ্গলময় হরিনামের মহাধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত-উচ্ছ্বসিত করিয়া, ভগবৎ প্রেমের পবিত্র প্রবাহে আসিন্ধু ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমপ্রদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গলাদেশে অদ্বৈ-তাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভগবদবতার মহামহিম বৈষ্ণবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গলাদেশে প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, নৈয়ায়িক রামনাথ প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণ, জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে কিসের অভাবছিল? কর্ম্ম জ্ঞান, ভক্তি, আয়ু আরোগ্য, শৌর্য্য বীর্য্য, ধন ধান্য, এখানে কিসের অভাবছিল? সলিলাম্বরা কাননকুন্তলা, শস্য শ্যামলা বঙ্গদেশে কিসের অভাবছিল! তবে সমগ্র বঙ্গবাসী প্রত্যেক নর নারী, অভাবের দৈন্য হাহাকারে গগণ বিদীর্ণ করিতেছে কেন? প্রতিকার বাসনায় অনেকেই বিভ্রান্ত, উপায় নির্দ্দেশে অনেকেই ব্যতিব্যস্ত, কিসের অভাব, কেন হইল, প্রতিকার কি, কেইবা সেই প্রতীকারের উপ-যুক্ত শক্তিধর, ইহা নিরতিশয় প্রগাঢ়তর চিন্তার বিষয়ভূত সন্দেহ

নাই। এইপ্রকার দেশব্যাপী অভাব, দ্রুত অধঃগমনের লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইহার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিয়াও দেশ, আশাজনক ফললাভে বঞ্চিত রহিয়াছে কেন? অদম্য অধ্যবসায়শীল, স্বার্থত্যাগী দেশপ্রাণ শক্তিধর ও প্রাচ্যশিক্ষা, এই উভয়ের সম্মিলন ক্ষেত্র মানব হৃদয়ের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু গৃহদাহ আরম্ভ হইলে এক কলসী জল দ্বারা নির্ব্বাপনের সম্ভাবনা হয় কি? যদি না হয়, তবে আমাদের ন্যায় হীনশক্তি প্রৌঢ়গণ দ্বারা এই অধঃপতনের প্রবল প্রবাহ, নিরোধ সাধিত সম্ভব হইবেনা। মহতী কার্য্য সম্পাদনোপযোগী মহতীশক্তি, অভাবক্লান্ত প্রৌঢ় হৃদয়ে অসম্ভব। অপ্রত্যাশিত কুসংসর্গ প্রভৃতি, প্রৌঢ় আমাদের দেহ মধ্যে এমন এক জ্বালাপূর্ণ বিষরাশি ঢালিয়া দিয়াছে যে, তাহার প্রভাবে আমাদের সমস্ত শরীর জর্জ্জরীভূত, ধমনী প্রবাহ শিথিল; হৃদয়ে আশা ভরসা নাই, সাহস নাই মস্তিষ্কে ও বুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে। ফলকথা আমরা নিতান্ত হীন শক্তি হইয়া পড়িয়াছি। আপন আপন বিষয় চিন্তা করিবার শক্তিই আমাদের লোপ প্রায়; আমরা দেশের বিষয় কি করিয়া, কোন সময় চিন্তা করিব! তবে কি আশা নাই? আছে, এখনও যাহাদের পবিত্র হৃদয়, পাপ সংসর্গের বিষময় ফলে জর্জ্জরিত হয় নাই, এখন ও যাহাদের হৃদয়ের উদ্যম অধ্যবসায়, আশা ভরসা, শক্তি-সাহস শিথিল হয় নাই, তাহাদের দিকে তাকাও, তাহাদিগকে মানুষ কর, তাহাদিগকে অভাবের প্রকৃত কারণ এবং নিবারণের উপায় বুঝাইয়া দাও, শিখাইয়া দাও। তাহারাই আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল। বঙ্গীয়-হিন্দুসমাজের মাতা পিতাগণ! তোমাদিগের অদূরদর্শিতার ফলে, অবহেলার ফলে, স্ফুটনোন্মুখ কুসুমকোরক-নরক নিলয়ে পতিত হইয়াছে। তোমরা- এখন ও সাবধান হও

আর অবহেলা করিয়া হাতে ধরিয়া, তোমাদের পিণ্ডোদক প্রদানের আশার স্থল দেশের ভবিষ্যৎ আশারস্থল, পুত্রকন্যাগণকে কুসংসর্গে, অধর্ম্ম পথে পরিচালিত হইতে দিওনা। তাহাদের দ্বারা দেশ নিয়ন্ত্রিত হইবে,- দেশ গঠিত হইবে, এবং তাহার সুফল তাহারাও তোমরাই ভোগ করিবে। আপাতঃ মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া, পরিণাম বিসর্জ্জন দিওনা। যে অভাবের কঠোর নিষ্পেষণে তোমাদের অস্থি পর্য্যন্ত বিচূর্ণ হইতেছে, সেই ঘোর যন্ত্রণাদায়ক ভীষণতর অভাবমধ্যে সাধ করিয়া হাতে ধরিয়া, স্নেহের পুতুল সুকোমলমতি বালক বালিকাগণকে নিষ্পেষিত হইতে দিওনা। আবার তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে, তোমরা নরসমাজে বরণীয় হইবে।

ছাত্রজীবন।

সোদরপ্রতিমস্নেহভাজনছাত্র-বৃন্দ! বঙ্গজননীর অঞ্চলের-নিধি আদরের ধন ছাত্রবৃন্দ! বাঙ্গলার ভাগ্য বিধাতৃর করধৃত ক্রীড়া কন্দুক ছাত্রবৃন্দ! তোমরা কিজান যে, বাঙ্গলার ভাগ্য নিয়ামক যন্ত্রের প্রত্যঙ্গ বিশেষ তোমরাই, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ ভাগ্য গঠনের একমাত্র উপাদান। তোমরা কিজান? বাঙ্গলার ত্রিদিব নন্দনের নিকুঞ্জ নিথরে নিদাঘ নিশীথে, সৌরভ সুসমা-ধার ফুটনোন্মুখ কুসুমনিচয় তোমরা, জান কি? নিরাশাব্যঞ্জক বিশুষ্ক মুখমণ্ডল ভগ্নহৃদয় পিতামাতার, আশার আলোকের ক্ষীণ রশ্মি তোমারা, জানকি? ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগশোক, অশান্তি উৎ-পীড়ন প্রপীড়িত আমাদের দুর্ব্বল দার্শনিক স্নায়ু কেন্দ্রের, উত্তেজক শক্তি, মরকত-মণির স্নিগ্ধজ্যোতি তোমরা। আমরা সব হারাইয়াছি, আয়ু আরোগ্য, ধন ধান্য জ্ঞান-ভক্তি, সব হারাইয়া, বঙ্গ রঙ্গ ভূমির ভবিষ্যৎ অভিনেতা তোমাদিগের দিকে তাকাইয়া কাতরকণ্ঠের করুণ-ক্রন্দনে করুণানিদান ভগবানের চরণ-যুগলে, তোমাদেরই কল্যাণ কামনা করিয়া কাল কাটাইতেছি। কিন্তু বল দেখি ভাই? তোমরা কি খেলা খেলিবে? কেমন

করিয়া খেলিবে? পারিবে কি? আত্মসংযমের কঠোর শাসনে অনুশাসিত হইয়া, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে কি? তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ, তাঁহাদের খেলার বাজী—আতসবাজির প্রক্ষিপ্ত অনল কনায়, আনন্দাগার বঙ্গদেশকে ছারখার করিয়া দিয়াছেন। বিলাস বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনোদ্দেশে, কামনা সাগরের লীলাতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে, দূর—অতিদূর গিয়া, বাত্যাব্যাহত নীলাম্বুনিধির তরঙ্গাভিঘাতে হাবুডুবু খাইতেছেন, আর কূলে দাঁড়াইয়া আমরা, দৈন্য হাহাকারের কলরবে কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতেছি। পারিবে কি তোমরা? সেই কামনাসাগরের কূলোত্থিত—অনিলান্দোলিত—লীলাতরঙ্গের রঙ্গ—ভঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া, ঐ দগ্ধদেশের ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে কি? পারিবে না। যদি তোমরা, তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন অতীত বিধানে সংগঠিত করিতে যত্নবান না হও, তবে কখনও পারিবেনা। হীন আদর্শের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, পঙ্কিলজীবনে পবিত্র স্রোতপ্রবাহিত করা কি সম্ভব হয়? আমরা ত' অতীত ভূলিয়া মরিয়াছি, তোমারও যে আমাদের সহিত অতীত ও আত্মকাহিনী বিস্মৃত হইয়াছ। আপনা ভুলিয়া আসল ছাড়িয়া খোসা লইয়া টানাটানি করিতেছ, এবং তাহারই ফলে, দিনে দিনে হীনবল হইয়া পড়িতেছ। জগজ্জন পূজিত আর্য্যজাতির বংশধর তোমারা, গুণ—গরিমাধার আর্য্যকীর্ত্তি কাহিনী বিস্মৃত হইয়া, সেলি, সেক্ষপিয়ারে (Shelley, Shakespeare) মনোভিনিবেশ করিয়াছ। তোমরা বেদ ভুলিয়াছ, বেদান্ত ভুলিয়াছ, মীমাংসা বৈশেষিক ভুলিয়াছ, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল, স্মৃতি-সংহিতা, পুরাণ, উপনিষৎ ভুলিয়াছ। আর্য্য

বিজ্ঞানের অনন্ত উদার অনুশাসন পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিয়া, Burk pirt (বার্ক পিট্) এর সায়ত্ব শাসনের চাড়া কামড়াইয়া, দাঁত ভাঙ্গিয়া ক্লান্তহইতেছ। তাহা হইবে কেন? পিতৃসম্পত্তি সংরক্ষণে অসমর্থ—আলস্য পরায়ণ নর, স্বার্জ্জিত ধনে ধনবান হইতে পারিবে কেন? তোমরা যে সব ভুলিয়াছ, আদর্শ হারাইয়াছ। যে মহাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আর্য্যজাতির জাতীয় তরণীতে বিজয়-বৈজয়ন্তি উড়াইয়া, সংসার সাগরের অনিলান্দোলিত—লীলাতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে, অনন্তউন্নতিপথে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাঁহারা কঠোর সাধনার প্রবল প্রাভাবোত্থিত শুদ্ধস্বত্বাত্মকমহামহিমাময়ীমহীয়সী শক্তি প্রভাবে বহির্বিজ্ঞান, অন্তর্বিজ্ঞান ও আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতির চরমোৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইয়া, সাধারনের অননুভবনীয় সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহকে করায়ত্ব ক্রীড়া কন্দুকে পরিণত করিয়া, জগজ্জনকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিলেন। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি ভারত ভূমির মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। যে আর্য্য জাতির কীর্ত্তি কাহিনীর মণি—মরকতখচিত শত কোহিনুর শোভিত গৌরব মুকুট মস্তকে পরিয়া, কাননকুণ্ডলা সলিলাম্বরা শৈল শিখরা ভারতমাতা, অনন্ত তুষারাবৃত শৈলেন্দ্র সুমেরুর অভ্রভেদী তুঙ্গ শৃঙ্গ অপেক্ষা ও উন্নতমস্তকে জগতের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, জগজ্জনকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিলেন। তোমরা সেই জগজ্জনপূজিত আর্য্য জাতির বংশধর হইয়া, সেই মহামনস্বী মহর্ষিগণের গভীরগবেষণা সম্ভূত শাস্ত্র সমূহকে কুসংকারাচ্ছন্ন মনে করিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের লীলা তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছ। যাঁহাদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে গ্রহগণ ও কক্ষভ্রষ্ট

হইত, সেই যোগ প্রভাবোত্থিত মহাশক্তিধর জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর ও ভক্তিবীরগণের অনুজ্ঞাসমূহ উপেক্ষা করিয়া, আপন চরণে আপনারাই কুঠারাঘাত করিতেছ; এবং ইহার রক্ত মোক্ষণের ফলেই আবার, তোমাদের ও এরূপ একদিন ব্যথিত হৃদয়ের হাহাকারে গগণ বিদীর্ণ করিতে হইবে।

তোমাদের যাহা, তাহা লইয়া, তাহা বুঝিয়া অপরে অপার আনন্দানুভব করিতেছে, গৌরবান্বিত হইতেছে। আর তোমরা—কালে—কালে দিনে দিনে, অন্ধকার হইতে অন্ধকারে, অমানিশার ঘনঘটাচ্ছন্ন নিবিড়তর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছ। ইহাকি নিরতিশয় পরিতাপের বিষয় নহে? তাই বলিতেছিলাম্ তোমরা পারিবেনা। তোমরা আপনা ভুলিয়াছ, যো হারাইয়াছ, শক্তি হারাইয়াছ; তাই তোমরা বঙ্গ রঙ্গ ভূমিতে ক্রীড়া ব্যাপদেশে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারিবে না। কিন্তু তাই সব? পারা কি উচিত নহে? মানুষ হইয়া মানুষের কর্ত্তব্য সম্পাদনে, অসমর্থ হইলে চলিবে কেন! সুখ হইবে কেন—আনন্দ হইবে কেন? সেই সুখের স্পৃহা কাহার নাই? পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সকলেই সুখের জন্য লালায়িত, ইহা স্বভাবের শক্তি, তাই জাগতিক নরনারী মাত্রেই, সুখানু-সন্ধানে আত্মহারা হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে; সুতরাং তোমরাও যে সুখানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু মোহান্ধকার সমাচ্ছন্ন আত্মহারাজীব, সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া, পতঙ্গের ন্যায় অনলেআত্ম সম্প্রদান করিয়া পরিতুষ্টতালাভে প্রয়াস পাইতেছে, তাহা হইবে কেন? পরিবর্ত্তনশীল জগতের ক্রমোন্নতির বিধানানুসারে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ—অতিবৃহৎকায় পশুসমূহের ও

মধ্যদিয়া অসংখ্য জীবনের নিকৃষ্টস্বভাবসমূহকে অতিক্রম করিয়া, কত কঠোরসাধনার পরিণাম ফলে মানব জন্ম পাইয়া, নরাকারে পশু প্রবৃত্তির পরিচালনায়, মানুষ কি সুখী হইতে পারে? অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাই বলিতেছিলাম পারিবে না। যদি অতীতের কাহিনী হৃদয়ে জাগাইয়া, অতীতচরিত্রকে আদর্শরূপে সম্মুখে স্থাপন করিয়া, অতীত কালের মনীষীগণের অমৃতময় উপদেশ বাণীদ্বারা আপনাকে শাসিত করিতে, গঠিত করিতে না পার; তবে এইদগ্ধদেশের ভস্মস্তূপের-উপরে দাড়াইয়া, দেশমঙ্গল দূরে থাকুক, আত্ম হিতসাধনেও সক্ষম হইবেনা।

আমাদের অদূরদর্শিতা ও হট কারিতার ফলে দেশ পুড়িয়া ছার খার হইতেছে, এবং আমরা তাহার জ্বালারাশি ও ভোগ করিতেছি। সে জ্বালা আমাদের অপেক্ষা তোমরা অধিকতর ভোগ করিবে, আমাদের হৃদয় রক্তে পরিপুষ্ট পাপ শক্তির সংক্রামকতা, এখনই তোমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কালে যখন্ সে আরও বিস্তৃতিলাভ করিবে, তখন আমাদিগের অপেক্ষা তোমাদিগকে অধিকতর জ্বালাতন করিবে। কারণ পাপের শক্তি দিনে দিনে সতেজ মূর্ত্তি ধারণ করে।

দেশের এবম্বিধ অপ্রত্যাশিত অভাব সম্পন্ন দুরবস্থা, আমরাই সংঘটন করিয়াছি। জগজ্জনপূজিত নরকুলগৌরব আর্য্যকুলের কলঙ্ক কালিমা আমরা, মহামহিম পূর্ব্ব ঋষিগণের গুণগৌরব কাহিনী বিস্মৃত হইয়া, তাঁহাদের অমৃতোপম উপদেশাবলী উপেক্ষা করিয়া, স্বেচ্ছাচারের চরমোৎকর্ষ সাধনে আত্মতৃপ্ত সমাধানেচ্ছুক হতভাগ্য আমরা, কি ফল লাভ করিয়াছি? স্বর্গাদপিগরিয়সী জন্মভূমি জননীর—ত্রিদিব

বিভব শান্ত-স্নিগ্ধ জ্যোতিমালা উচ্ছ্বলিত সদাপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে কলঙ্ক কালিমা ঢালিয়া দিয়াছি; এবং তদীয় হৃদয়খানিকে রোগ, শোক, দুঃখ দুর্দ্দশা প্রভৃতি অনন্ত উৎপীড়নের আলয় করিয়া তুলিয়াছি। আর সেই জননীর হৃদয়ে অবস্থিত আমাদের পর্ণ কুটিরগুলি, দুঃখ-দুর্দ্দশার দাবদহনে থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। ইহার প্রতিকার কি, তাহার জন্য আমরাই আবার দৈন্য হাহাকারে গগণ বিদীর্ণ করিতেছি। আত্মকাহিনী বিস্মৃত উদ্ভ্রান্ত আমরা, অতীতের অনন্ত কাহিনী বিস্মৃতির অতলতলে বিসর্জ্জনদিয়া; কেমন করিয়া প্রতীকার পাইব। অনুকরণ ব্যতীত জীবন গঠন করা নিতান্ত অসম্ভব, একথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু কিসের, কাহার অনুকরণ করিতেছি, তাহা একবারও কি কেহ ভাবিতেছ? যদি ভাবিতে? তবে কি এমন করিতে পারিতে?

তোমরা ভাব দেখি একবার, সেই জীর্ণচীর পরিহিত পর্ণ কুটিরবাসী পুণ্য পূতঃ স্বভাব শান্ত উদার হৃদয় ব্রহ্মচারী ঋষিগণের কথা। ভারত মাতার হৃদয়গৌরব তাঁহারাই তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষ। সেই মহাত্মাগণের লেখণী প্রসূত, গভীর গবেষণার চরমোৎকর্ষ সাধক অমূল্যরত্নরাজি শাস্ত্রনিচয়ের কথা ভাব দেখি? তাহাই তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের পবিত্র চরিত্রের সগৌরব কীর্ত্তি কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

তোমরা কি জান যে, পুরাতন গৃহস্থের ঘরেই নানাবিধ মূল্যবান বস্তু থাকা সম্ভব। যদি জান, তবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমাদের অপেক্ষা পুরাতনজাতি এজগতে আর কোথায় আছে। এ কথা তোমরা ভাবনা, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার রঙ্গভূমি পাশ্চাত্য প্রদেশের সুচিন্তিত লেখকগণ, সে কথা না ভাবিয়া না বলিয়াথাকিতে পারেন না।

আর্য্যজাতির পুরাবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে, প্রাণে কি এ'ক অভাবনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা কি ভাষায় অভিব্যক্ত করা সম্ভব? ভাই সব! তোমরা যে জগজ্জন পূজিত, অতুলনীয় গৌরবান্বিত আর্য্যজাতির সন্তান, তাহা ভুলিয়া তোমাদের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যরাশিকে অতলজলে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছ। তোমরা মহামহিমাময়ী মহীয়সীশক্তি রাজরাজেশ্বরী মায়ের সন্তান হইয়া, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরা পরম রমণীয় প্রকৃতি দেবীর লীলাক্ষেত্র ভারত মাতার আদরে পালিত অঞ্চলের ধন হইয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী বিষয় মাত্রেরই ভয়াবহ অভাবে নিষ্পেষিত হইতেছ। আয়ু, আরোগ্য, ধন-ধান্যহীন আর্য্য নন্দনগণ! তোমাদের কিনা ছিল, মনে করিতে পার কি? কবি গাহিয়াছেন,—

"কিনা ছিল? ছিল শিরে
গৌরব মুকুট,
মধ্যে তার যশঃ মণি
জ্বলিত সুন্দর।
নয়ন প্রদীপ্ত বহ্নি
না পারি সহিতে,
পাদমূলে লুটাইত
পাপ নিরন্তর।

কি না ছিল তোমাদের? যাহা তোমাদের ছিল, তাহা অদ্যাবধি জগতের কুত্রাপি কোনও জাতি চিন্তা করিতেও সক্ষম হয় নাই। সাম, যজু, ঋক, অথর্ব্ব—বেদচতুষ্টয় দিগন্তোচ্ছ্বাসিত করিয়া, তোমাদেরই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের মহিমাগাথা গাহিয়াছিল। সাংখ্য

বেদান্ত, পাতঞ্জল, ন্যায় প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র সমূহ বিশ্ব—সাম্রাজ্যের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মন কারণতত্ব সকল বিশ্লেষণদ্বারা মানব জীবনের অনন্ত উন্নতি পথের অলক্ষিত সোপানা-বলীর আবিস্কার করিয়া, আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোৎকর্ষ সাধনের অমৃতময়বাণী কাহারা শুনাইয়াছিলেন? তাঁহারা তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। যাঁহারা সারগর্ভ নীতিপূর্ণ অনুশাসন পদ্ধতি দ্বারা, যুগ—যুগান্তরব্যাপী সুদীর্ঘকালস্থায়ী সমাজ সংরক্ষক ভিত্তি-ভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মনু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, গৌতম, কাহারা? তাঁহারা তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। ভাষা ও ভাববিন্যাসের চরমোৎকর্ষ সাধক জাবালী, যাস্ক, পানিণী, কালীদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ প্রভৃতি মহাকবিগণ কাহারা? তাঁহারা তোমা-দেরই পূর্ব্বপুরুষ। ঐতিহাসিক ভৌগলিক চিত্রের ও মনো- রঞ্জন চরিত্রাবলীর আখ্যায়িকাপূর্ণ রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণাবলী প্রণেতা ব্যাস, বাল্মিকী, পরাশর প্রভৃতি মহামনস্বীগণ কাহারা? তাঁহারা তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। যাহাদের কীর্ত্তি কাহিনী ভুবন বিখ্যাত, সেই গুণ গৌরবাধার মহামনস্বী আর্য্য ঋষিগণের শোণিত প্রবাহে, তোমাদের শিরাসমূহ এখনও পবিত্র রহিয়াছে। যাঁহারা স্বজাতি, স্বদেশের কল্যাণ কামনায় অকাতরে আত্মোৎসর্গ-করিয়া, অবিশ্রান্তভাবে অক্লান্তকলেবরে মহামূল্য শাস্ত্রসমূহ প্রবর্ত্তন করিয়া, তোমাদের জাতীয় ভিত্তিভূমি সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া, ঘূর্ণায়মান কালচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া আজও তোমরা আর্য্য জীবনের অস্তিত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছ, আজও তোমরা পৃথিবী বক্ষে বিচরণ করিতেছ, আজও তোমাদের দেশ Depopulate (জনশূন্য) হয় নাই।

তোমরা তাহাদের ভুলিলে কেন? তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের গুণ গরিমায় মুগ্ধ হইয়া, নিরপেক্ষ ও সুচিন্তিত পাশ্চাত্য লেখকগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, দেখিবে পাশ্চাত্য দার্শনিক (Halhed) লিখিয়াছেন,—
"The world does not now contain annals of more indisputable antiquity than those deliverd down by the ancient Brahmin".

প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণগণ হইতে জগতের যে পুরাতন ইতিবৃত্ত পাওয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর পুরাতন ও অবিতর্কবার্ত্তা জগতে আর কুত্রাপিও বর্ত্তমান নাই।

যাহারা তোমাদের নেটীব, নিগ্রো বই আর কিছু বলেননা, সেই পাশ্চাত্য জাতিরাও, তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের অনন্ত উদার-স্বভাব, অসীম তেজস্বীতা, অকাতর আত্মত্যাগ, এবং অমানুষিক জ্ঞানবত্তার কথা মুক্তকণ্ঠে ভূয়োভূয়ঃ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমরা তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারনা কেন? উহা আমাদেরই দোষ, আমাদের দোষেই তোমরা অনুকরণ প্রিয় হইয়াছ, এবং আপন আপন পূর্ব্ব পুরুষগণের সগৌরব কীর্ত্তিকাহিনী বিস্মৃত হইয়া বৈদেশিক ইতিবৃত্তে মনোভিনিবেশ করিয়াছ। যদিও বলিতে পার যে, জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই অল্লাধিক পরিমাণে অনুকরণ করিয়া থাকে। অন্যের অনুকরণ বা অনুসরণ করা জাগতিক ধর্ম্ম সত্য; কিন্তু জাতীয় জীবনের বিরোধীভাব সমূহের অত্যধিক অনুকরণ দ্বারা, অতিধীর—এমনকি তোমাদের অলক্ষিত ভাবে তোমরা হীনবল হইয়া পড়িতেছ। যে প্রকার উপাদান দ্বারা তোমাদের অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় গ্রাম গঠিত, তদ্বিরোধিভাবের

অত্যধিক আলোচনাই যে, তোমাদের অন্তরস্থ চৈতন্যময় মহা-পুরুষকে অত্যন্ত কঠিনাবরণে আবরিত্ করিতেছে, তোমাদের অভ্যন্তরস্থ অনন্ত সম্প্রসারণ শক্তিশালিনী মহাশক্তিকে, অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিতেছে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মনুষ্য জীবন মধ্যে যদি কিছু মূল্যবান সময় থাকে, তবে তাহা ছাত্রজীবন। পবিত্রতা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত সদগুণাবলীর আবাস-স্থল, ছাত্রজীবন বিষ দিগ্ধ সংসারের জ্বালানালা হইতে দূরে থাকিয়া, সদা সৎসংসর্গে এবং সদালোচনায় সবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, ভবিষ্যৎ জীবনের চরিত্র সংগঠনের সুযোগপ্রাপ্ত ছাত্রজীবনই বাস্তবিক মূল্যবান। সৌভাগ্যবশে এই ছাত্রজীবন যাহার সুপথে পরিচালিত হয়, সে প্রলোভনের মনোমুগ্ধকর চিত্রকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে, এবং শতবাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক দিন নরসমাজে বরণীয় হইয়া অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করে। এমন সুখময় শান্তিময় মূল্যবান ছাত্রজীবন কেমন করিয়া গঠন করিতে হয় জানিনা, তাহার জন্য কে কতটুকু চিন্তা করিয়া থাকে? নির্দ্দিষ্ট কয়েকখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, কোনও প্রকারে একখানি সার্টিফিকেট (certif.cat) সংগ্রহ করত আত্মকর্ত্তব্যের সমাধান করিতে অনেকে—কেন সকলেই উদ্যোগী। হায় রে, বিদ্যা অর্থকরী হইয়া দেশের এবম্বিধ সর্ব্বনাশ সমুৎপাদন করিয়াছে।

পূর্ব্বকালে অধীতবেদা মুক্তমনা মহর্ষিগণ, বালকগণের অধ্যাপনা কার্য্যে যে প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন, অধুনা কোনও বিদ্যা-লয়েই তদ্রূপ প্রকৃত আত্মোন্নতিকর অধ্যাপনা পদ্ধতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। তদানীন্তন মহর্ষিগণ, বালকগণের চরিত্র সংগঠনে, বিশেষ প্রকারে মনোযোগী হইতেন। এবং যতদিন না

বালকগণের সম্পূর্ণরূপে চরিত্র সংগঠন হইত, তত দিন তাহাদিগকে প্রকৃত অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে দিতেন না। তাহার ফলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইত যে, বিশুদ্ধভাবে সংগঠিত চরিত্র বালকগণের মধ্যে মনুষ্য শক্তির বিকাশ হওয়ায়, মনুষ্য জনোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাহারা প্রায়ই অকৃতকার্য্য হইত না। উদ্বোধিত শক্তি মানুষের যখন সমস্ত কার্য্যই সহজ সাধ্য, তখন অধ্যয়নকার্য্য যে তাহাদের নিকট নিতান্ত দুরূহ বলিয়া বিবেচিত হইত না, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তাই দেখা যাইত, যে ঋষিগণদ্বারা সযত্নে গঠিত চরিত্র বালকগণ, আপন আপন ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনোপযোগী উপাদান ও বৃত্তিসমূহের সহিত, বহির্বিদ্যা ও অন্তর্বিদ্যা বা পরাবিদ্যা সুন্দররূপে আয়ত্ত করত, যখন আসিয়া কর্ম্মভূমি সংসার ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, তখন তাঁহারা অমানুষিক শক্তি ও অলৌকিক প্রতিভা প্রভাবে বিনশ্বর দেহধারী নরসমষ্টির আবাসভূমি মরজগৎকে, ত্রিদিব বিভব নন্দন কাননে পরিণত করিতেন। তাই তখনকার সময়ে সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি ও স্বাস্থ্য বিরাজিত ছিল। অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যশালী রাজা হইতে বনচারী ব্রাহ্মণগণ সকলেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই আর্য্য মনীষীগণ চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে, গার্হস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন কি সর্ব্বোপনিষদশ্রেষ্ঠ গীতা শাস্ত্র, গার্হস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন জন্য কর্ম্মবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অহো কি আশ্চর্য্য! তাহাদেরই বংশধরগণ আমরা দুর্নীতি পরবশ হইয়া, দেবতাবাঞ্ছিত গার্হস্থ্যাশ্রমকে নরক নিবাসে পরিণত করিয়া তুলিয়াছি। অহো! সেই মলয়ানিলান্দোলিত বাসন্তি

ব্রততির নিকুঞ্জ নির্থরে, দানব দানবীর দিগন্তোচ্ছ্বাসিত অট্টহাসিতে হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিতেছে। পারিজাত পরাগের গৌরভামোদিত নন্দনকানন, নরকনিবাসের পূতিগন্ধে প্রপুরিত। সেই নিত্য নব ভাবানুপ্রাণিতা বিমলানন্দধারা প্রবাহিনী, বিপুলজন সত্ত্বধারিণী, আর্য্য-নন্দনগণের আবাসভূমি, ঘোর দংষ্ট্রা ব্যাদিত বদন ব্যাধি-দানবের বিকট নৃত্যে টলটলায়মান। সলিল বহুলা শস্যশ্যামলা কানন কুন্তলা বঙ্গ জননীর সন্তানগণ, আজ পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, অন্নাভাবে কঙ্কালসার, ব্যাধি নামধেয় দানব দশনে নিস্পেষিত, অমর গৌরব ইন্দ্রালয় সদৃশ আনন্দধাম বঙ্গভূমি, আজ মহাশ্মশানে পরিণত প্রায়, দানব দানবীর কর্ণ বধির অট্টহাসি বিকট চীৎকারে পরিপুরিত। চিন্তা করিলেও হৃদয় কাপিয়া উঠে, আকণ্ঠ বিশুষ্ক হয়। চরিত্রহীন কুশিক্ষা ফলে, আমাদের দ্বারাই কালে কালে তিলে তিলে এবম্বিধ বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে, তাহাতে কি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে ?

বন্ধন বিহীন স্বেচ্ছাচার পরতন্ত্র বিশৃঙ্খল প্রনালীর পাশ্চাত্য শিক্ষাই, আমাদিগকে পাশ্চাত্যানুকরণ প্রদান করিয়াছে, এবং সেই অনুকরণ দ্বারাই আমাদের মধ্যে বিলাস বিষের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে। ভ্রান্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, অনুকরণ মানুষকে আত্মশক্তি, আত্মমর্য্যাদা ভুলাইয়া ঘৃণ্যজীবে পরিণত করে সুতরাং অনুকরণ অপেক্ষা শিক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। আমরা যাহাদের নিকট হইতে আপাত তৃপ্তিকর বিলাস বিষরাশি অঞ্জলি করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই গর্ব্বস্ফীতবক্ষ, নির্ভীকচেতা জগদ্বিচরণশীল অক্লান্তকর্ম্মা পাশ্চাত্যগণের মধ্যে কর্ম্মপ্রিয়তা, আত্মধর্ম্মবিশ্বাস, স্বজাতিবাৎসল্য, আত্মনির্ভরশীলতা, অদম্যউৎসাহ, সৎসাহসিকতা,

শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, উন্নত আশা, তেজস্বীতা, বদান্যতা, জাতীয়-ধর্ম্ম, জাতীয়-শক্তি, জাতীয়-গৌরব সম্প্রসারণে সচেষ্টতা, গুণ-গ্রাহীতা প্রভৃতি আমাদের শিক্ষণীয় অসংখ্য গুণ-রাশী বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আমরা সেই গুণ-রাশির এক বিন্দুও গ্রহণ করিতে পারিনাই, ফলে কি হইয়াছে? ফলে—বিলাসিতার অত্যধিক অনুশীলন দ্বারা, সর্ব্বদেশব্যাপী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সর্ব্ব বিষয়িনী ঘোর অভাবের শৈলসদৃশ গুরুভারে আমাদের অস্থি পর্য্যন্ত বিচূর্ণ হইতেছে। আমরা সাধ করিয়া মহাবিধ্বংসী করালমূর্ত্তি অনন্ত অভাবের পূজা করিয়া জাতীয় অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছি।

বিলাসপ্রসূত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ফল সমষ্টি মনুষ্যকে ঘোর বিশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচার করিয়া তুলে, এবং স্বেচ্ছাপ্রসূত পাপরাশী সমাজকে নিতান্ত ক্লিন্ন করিয়া দেয়। সেই ক্লেদাবরণ ক্রমে প্রগাঢ়তা লাভ করিলে, সমাজ দৃষ্টিশক্তি হীন হইয়া পড়ে। দর্শন বিহীন সমাজ, ন্যায়ও কর্ত্তব্য পন্থাবধারণে অসক্ততা বশতঃ, কণ্টকাকীর্ণ গভীরগহ্বরে নিপতিত হইয়া, আপন অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে। পাশ্চাত্য প্রদেশের আদর্শ গৌরব স্থল রোম এই প্রকারে—বিলাসিতার ফলেই অনন্ত অবনতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, বিশেষত যে জাতির কর্ম্মময়মহাশক্তি (যে কোনও কারনেই হউক) আবরিত, সে জাতিরপক্ষে বিলাসিতার বিষময় ফল এত শীঘ্র কার্য্য করা হয় যে, তাহাদের সতর্ক হইবার ও সময়ের অভাব হয়।

কালবশে ভাগ্যদোষে রাজারনন্দন আমরা ভিখারী সাজিয়াছি। আয়ু-আরোগ্য শক্তি-সম্পদ সর্ব্ববিষয়িনী ঘোর অভাবের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছি। এই অনন্ত অভাবের ফল কি, তাহা আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি অদূরদর্শী জনগণের দুরধিগম্য হইলেও,

এক একবার যেন ইহাই বুঝিতে ইচ্ছাকরে যে, অনন্ত অভাব—ফল অনন্ত উন্নতি হইলে ও আমরা যে প্রকার নির্জ্জীবতা নিশ্চেষ্টতার পরিচয় প্রদান করিতেছি; তাহাতে আমাদের উৎসন্ন-ক্ষেত্র, অদূর ভবিষ্যতে প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু যখনই এ কথা মনে হয়, তখনই যেন অনির্ব্বচনীয় মনোবেগে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে চায়; তখন ইমনে হয় কবি গাহিয়াছিলেন;—

"আমরা কি বিফলিব

ত্রযুগের শ্রম, মা তোমার।"

অহো! লীলাময় প্রভূর লীলা নিকেতন, আর্য্যনন্দনগণের আবাস-ভূমি, অমর নিকেতন নিন্দিত আমার দেশ, ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহামনস্বী ঋষিগণের যুগ-যুগান্তর ব্যাপী সযত্নে সংবর্দ্ধিত-সংরক্ষিত আর্য্যসমাজ, আর্য্যকুল কলঙ্ক আমাদের কর্ম্মদোষে ধ্বংসমুখে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে; আর আমরা—শিক্ষার ভান করিয়া স্তুপীকৃত পুস্তকের অভ্যন্তর হইতে বৈদেশিকবার্ত্তা সংগ্রহ করিয়া, তদভ্যন্তরস্থ কালকূটপূর্ণ মধুরদ্বারা অকাতরে উদরপূর্ণ করিতেছি। অহো! নরকুল গৌরব মহামনস্বী আর্য্যঋষিগণের গভীর গবেষণা সম্ভূত লোকপাবনী পুন্যপূত শিক্ষা দীক্ষা; যাহা আমাদের প্রকৃত নিজস্ব, তাহা কুহেলিকাময় অতল-স্পর্শ প্রবাহের কালগর্ভমধ্যে উপঢৌকন দিয়া, ঋষিগণের বংশধরগণ আমরা স্বেচ্ছাচারের চরমোৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, পূতিগন্ধ পূর্ণ নরকনিবাসের সৌধশিখরে অধিরোহণ প্রয়াসে আত্মশক্তি সমাহিত করিয়াছি। আমরা অনন্ত অবনতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে মহাবিধ্বংসী করালমূর্ত্তীর সাদর সম্ভাষণে প্রস্তুত হইতেছি। আত্মবিস্মৃত জনের অনুকরণ প্রিয়তার অপ্রতিকার্য্য পরিণাম ফলে, কালকূট প্রবাহ আমাদের প্রতিশিরায় সবেগে প্রবাহিত হইয়া, আমাদিগকে

অসাড় করিয়া তুলিয়াছে। এই অসাড়তার পরিণাম ফলে, শান্তি-নিকেতন আনন্দকানন বংশদণ্ডপূর্ণ কণ্টকাকীর্ণ আরণ্যজীবের লীলা-নিকেতনে পরিণত হইবে, এবং দিগন্তোচ্ছ্বাসিত আর্য্য-কীর্ত্তি-কাহিনী অতলস্পর্শ কালগর্ভে নিমজ্জিত হইবে' আর্য্যনন্দনগণ ধরা বক্ষ হইতে অনন্তকালের জন্য বিদায়গ্রহণ করিবে।

অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও অপ্রত্যাশিত ভাবে নানাপ্রকার দূষণীয় ভাব-সমূহ প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে নির্জীবপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সেই সমস্ত বিষয়ের বিশদালোচনা অসম্ভব বোধে, ব্যাধি প্রভৃতি সাধারণ কয়েকটী বিষয়ের সামান্ত আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতেছি। এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনাসহ, "শক্তিসঞ্চয়" নামক গ্রন্থ, পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার আশা রহিল।

বঙ্গদেশের অনেক পল্লী জনশূন্য হইতেছে। তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইব যে, চিন্তাক্লিষ্ট দুর্ব্বলদেহে ব্যাধি দানবের প্রবল আক্রমণ প্রতিকারে অসমর্থতা প্রযুক্ত, অসংখ্য নরনারী অকালে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া, অনেক পল্লীকে জন-শূন্য করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং ইহা বলিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হইবেনা যে, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি আমাদের নিত্য সহচর ব্যাধি দানবগণের প্রবল আক্রমণে, অত্যধিক পরিমাণে লোকক্ষয়, এবং হতাবশিষ্টের ব্যাধি ক্লিষ্টতা ও শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত জাত সংখ্যার অল্পতাবশতঃ, অনধিক শতাব্দিকাল মধ্যে বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলি জনশূন্য হইবে।

ব্যাধির ন্যায় দুর্ভিক্ষ ও আমাদিগের নিত্য সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ভিক্ষের জন্য মধ্যেমধ্যে এদেশের অভাবসম্পন্ন সহস্র সহস্র

নরনারী, মর্ত্তলীলা সংবরণ করিতে বাধ্য হয়। এবম্বিধ ভীতিপ্রদ দুর্ভিক্ষ আগমনের যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির অভাবপ্রযুক্ত কর্ম্মহীনতাই তাহাদিগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধর্ম্মাচরণহীন স্বেচ্ছাচারপরবশ উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম, ঐ প্রকারে পরিণত হয়। বিলাসিতাই ইহাদিগের উদ্ভাবক।

দৈহিক ও মানসিক শক্তিই কর্ম্মযোগ্যতা উৎপাদন করে। কর্ম্মানুষ্ঠানই অর্থাগমের কারণ। অর্থসম্পদ শালী দেশে কখনই দুর্ভিক্ষ আসিতে পারেনা। ইংলণ্ড, ফ্রেন্স, জারমনি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে, সেই দেশবাসীরা ৪০ টাকা মূল্যে ও একমন Table rice (টেবল রাইচ্) কিনিয়া খাইতে সক্ষম হয়। সেই দেশের কৃষকেরাও, এই দেশবাসী সঙ্গতি সম্পন্ন জনগণ অপেক্ষা অবস্থাপন্ন। তাহাদের এবম্প্রকার অর্থাগমের কারণ, অত্যধিক কর্ম্মপ্রিয়তা এবং তাহার মূলে দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইবে।

যাহাহউক এই দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত অনিষ্ট উৎপাদনকারী হইলেও ইহার অত্যন্ত প্রকোপযুক্ত আবির্ভাব সর্ব্বসাময়িক নহে। ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত অনিষ্ট উৎপাদনকারী বিভীষণ—মূর্ত্তি ম্যালেরিয়ার সর্ব্বসাময়িক আক্রমণে, বঙ্গদেশ যে প্রকার শোচনীয় অবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে গেলে সত্য সত্যই ভয়ে ও উদ্বেগে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও একজন মনীষী লেখক এসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। সহজে বুঝিবার জন্য আমি তাহা হইতে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রজাপ্রিয় নরপতি ব্রিটিশ সম্রাটের শাসনাধীনে, আমরা কতকগুলি

বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা আসন্ন পতিত উৎসন্ন প্রায় আমাদের পক্ষে, সময়মতে বিশেষ উপকারী হইয়াছে সন্দেহ নাই। বিগত ১৯০১ খৃষ্টীয় অব্দের আদম সুমারীতে যে বিস্ময় উৎপাদনকারী চিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার একাংশের অবস্থা এইরূপ :—

"গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, ১৮৯১ খৃষ্টীয় অব্দের লোকগণনায়, যশোহর জেলার লোক সংখ্যা ১৮ লক্ষ, ৮৮ হাজার, ৮ শত ৭২ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টীয় অব্দের আদম সুমারীতে ও জেলার লোক সংখ্যা ১৮ লক্ষ, ১৩ হাজার, ১৩৫ হইয়াছে। অর্থাৎ ১০ বৎসরের মধ্যে এক যশোহর জেলার অধিবাসীর মধ্যেই ৭৫ হাজার, ৭৩৭ জন কম হইয়াছে। মৃত্যু তালিকাত' এই প্রকার, ইহার উপর জন্ম তালিকাতে ও বিগত চারি বৎসরের হ্রাস দৃষ্ট হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টীয় অব্দে জন্মের সংখ্যা ৬৪ হাজার ৪০ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টীয় অব্দে ঐ সংখ্যা ৬২ হাজার, ৬০ হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টীয় অব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত যশোহর জেলায় কলেরায় ২৩ হাজার ৩২৩ জন, এবং জ্বর রোগে ২ লক্ষ, ৩৪ হাজার, ৪৭০ জনের পরলোক প্রাপ্ত ঘটিয়াছে। অর্থাৎ কলেরায় প্রতিবৎসর প্রায় ৬ হাজার, এবং জ্বর রোগে প্রায় ৬০ হাজার জন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। কিঞ্চিদধিক ১৮ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এই মৃত্যুসংখ্যা যে কিরূপ "গুরুতর তাহা বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। ইহার পর আবার জন্মের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। আলোচ্য চারিবৎসরের জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা ৪০ হাজার, ১১৩ অধিক হইয়াছে।"

"নদীয়া জেলার অবস্থাও মোটের উপর যশোহরেরই অনুরূপ।

কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, মেহেরপুর, নবদ্বীপ, চাকদহ, কুষ্টিয়া ও কুমারখালী, নদীয়া জেলার এই সাত স্থানেই জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। নাটোর সাবডিভিসনের লোকসংখ্যা, ২২ হাজার, ৩৬ কম হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪ চারি বৎসরে নাটোর সব্ ডিভিসনের মৃতের সংখ্যা জাতের অপেক্ষা প্রায় ৮ আট হাজার অধিক হইয়াছে। মালদহ, খুলনা; ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি বহু নগরের জন্ম মৃত্যুর তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে আমাদিগকে বিষাদে ম্রিয়মাণ হইতে হয়।

"একদিকে ম্যালেরিয়া ও কলেরা অধিবাসিদিগের জীবন নাশ করিতেছে, অন্যদিকে জন্মসংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।"

"ভারত গভর্ণমেন্ট ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অনুমান করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে প্রতিবৎসরে গড়ে প্রতিসহস্রে ১০ দশ হইতে ১৫ জন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহহীন, দাম্পত্য-জীবন-প্রিয় শান্তিপূর্ণ উর্ব্বর দেশে শতকরা বৎসর ১॥ দেড়জন হিসাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিহওয়া কিছুই অধিক নহে। এতদনুসারে ১৯০১ খৃঃ লোক গননায় বৃটিশ ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৮ আঠাইস কোটী, ২১ একুশ লক্ষ ৭৯ উনআশি হাজার ৮ আটশত ৮৬ ছিয়াশি হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। তদপেক্ষা ৫ কোটী, ১০ দশ লক্ষ ৯৪ চুয়ানব্বই হাজার, সাত শত ৫৪ চুয়ান্ন জন কম হইয়াছে। ১৮৮১ খৃঃ লোক গণনার সময় ব্রহ্মদেশ বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা ৯২॥ সোয়া বিরানব্বই লক্ষ, এই জন সংখ্যা হইতে বাদ দিলে, ১৮৯১ খৃঃ, ১৯০১ খৃঃ লোক সংখ্যার পরিমাণ আর ও কম হইবে।"

কলেরা যাহাই হউক, এই সর্ব্বনাশকারী ম্যালেরিয়া দানবী, যে প্রকার অপ্রতিকার্য্যশক্তিতে সর্ব্বদাকালেরজন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে অচিরকালমধ্যে বঙ্গদেশ-বিশেষতঃ হিন্দুজাতি উৎসন্ন পথের চরমসীমায় উপনীত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। . এই দুরারোগ্য ব্যাধিবিষে জর্জ্জরিত আমাদের অবস্থা, চিন্তাতীত শোচনীয়তা লাভ করিয়াছে।

. এই দেশধ্বংসকারী দানবীর কারণ-তথ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্টের Sanitary report প্রকাশ করিয়াছেন যে, "Fever is a emphemism for insufficient food, scanty clothing and unfit of dwellings." একথা স্বীকার্য্য হইলেও আমি বলিতে চাহি যে, অন্য কোনও গূঢ় রহস্য অভ্যন্তরে নিহিত আছে, কারণ, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন এই দেশ এবম্বিধ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল না, তখন অন্নহ্ জনসাধারণ বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিকতর বস্ত্রাদি ব্যবহার করিত, এ কথায় আমার বিশ্বাস নাই। বিলাস বিষে জর্জ্জরিত বাঙ্গালাজীবন্ বরং অন্ন কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তবুও জামা জুতার অভাব তাহাদিগের সহনীয় নহে।

The unfit of dwelling যে জ্বর রোগের অন্যতম কারণ, তাহা . হইলেও স্বীকার্য্য ; শস্য-শ্যামলা কানন-কুন্তলা জননীর হৃদয়েরধন আর্য্যনন্দনগণের আবাসভূমি, কুসুমকাননের মধ্যাস্থিত সৌধশিখর সমচ্ছাদিত কোন দিনও নহে। প্রত্যুত কিছুদিনপূর্ব্বে এদেশের এমন শোচনীয়অবস্থা কখনইছিল না। সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠকথা, "unsufficient food" এ . সম্বন্ধে অনেক খ্যাতনামা মনীষীগণ যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত দুঃখজনক হইলেও

নাই। পাশ্চাত্যপ্রদেশের অনেক সুচিন্তিত লেখকগণ এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতীব দুঃখজনক।

I don't hesitate to say that half our a griculturaI population never know from year's end years to end what it is to have their hunger fully Satisfied.

(Sir charls Eliot latest Lieutenant Governor of Bengal)

বৃটিশ ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজার অর্দ্ধাংশ, সংবৎসর মধ্যে একদিন ও পেট ভরিয়া খাইতে পারেনা, ক্ষুধায় সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কিরূপ সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারেনা।

যে পাইওনিয়ার ভারতবাসীর নামেই অসন্তুষ্ট, সেই পাওনিয়ার একদিন লিখিয়াছিল, "Nearly one hundred milions of people of British India are liveing extreme poverly.

(Pioniar may. 1893)

বৃটিশশাসনাধীন ভারতের প্রায় দশকোটী লোক ঘোর দারিদ্রে কাল-যাপন করে। সত্য, আমি স্বীকার করিতে পারি যে, আমাদের জীবন যন্ত্রের সতেজতা এবং পরিপুষ্টতা রক্ষনোপযুক্ত বলকারক আহার্য্য, দুগ্ধ, ঘৃত এবং স্বেচ্ছাচারিদের মতে মাংসাদির ইদানীং যথেষ্ট অভাব ঘটিয়াছে। তবু ও আমি বলিব যে, ইহাই আমাদিগের ব্যাধিগ্রস্ত বা দুর্ব্বল হইবার বিশেষ কারণ নহে। বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের মধ্যে, শত-করা ৯৫ পচানব্বই জন লোক, কোন ও প্রকারে ডা'ল, ভাত, শাকশব্জ দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ নাই। সামান্য দেড়পোয়া ডা'লচা'ল দ্বারা, কর্ম্মহীণ দুর্ব্বলবাঙ্গালীর দেহ-ধারনোপযোগী উপাদান সমূহের নিত্যক্ষয়িত অংশ পূরনোপযোগী আহার্য্য

প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমার লিখিত শক্তিসঞ্চয় নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দীর্ঘকাল—প্রায় ৬।৭ শতবৎসর, হইতে বিলাসপরায়ণ জাতির সহিত একত্রাবস্থান প্রযুক্ত, আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিলাসিতা প্রবেশলাভ করিয়াছে। প্রকৃত তাহাদের গুণভাগের কিছুমাত্র আমরা গ্রহণ করি নাই; তাহারই ফলে নানা বিষয়িনী অভাব আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এ অভাব কেবল অর্থ বা আহার্য্যের নহে। মানুষকে বা জাতিকে উন্নত হইতে হইলে, যে যে বিষয়ের আবশ্যক আমাদের তাহার প্রায়গুলিরই অভাব। ইহাদের মধ্যে, আবার অনেকগুলি অনাবশ্যক অভাব, কল্পনা দ্বারা জাগাইয়া নিয়াছি। ফলে-অভাবসমষ্টীর সম্মিলিত শক্তিদ্বারা আমাদের বোধশক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছে সুতরাং কোন ও বিষয়ের সূক্ষ্ম তথ্যানুসন্ধানে সক্ষম হওয়া, ইদানীং আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগের এবম্বিধ দুর্দ্দশাদর্শনে সুদূর ইংলণ্ডবাসী দয়াদ্র্হৃদয় sely মহোদয়ের লেখনী একদা কম্পিত হইয়া, তদীয় Expension of England" নামক গ্রন্থের কতিপয় ছত্র নিম্নলিখিত ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন, Their (the Indians,) susceptibilities dulled, and their very wishes crushed out by want." ভারত-বাসীদের বোধশক্তি অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বাসনা পর্য্যন্ত অভাবের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে।

ফলতঃ আমরা যদি চিন্তানিবিষ্টচিত্তে ইহার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কারণ সমূহের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তহই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে,—সুদৃঢ়ভিত্তিভূমির উপরে আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবনের গৌরব পতাকা-ধারী অত্যুচ্চ শিখরসংবলিত সৌধশ্রেনী বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, কালবশে

ভাগ্যদোষে অবৈধ অনুকরণ প্রিয়তার ভীষণ ভূমিকম্পে সেই সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি ধসিয়া গিয়াছে। তাই গৌরবময় পতাকাসহিত আর্য্যজাতির জাতীয়-জীবনের সৌধশিখরপতনোন্মুখ হইয়াছে। কোনও কোনও অংশ এককালেই বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত হইবার জন্য বিচূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

যাহারা, যে মহামনস্বী ঋষিপুঙ্গবেরা, যুগ-যুগান্তর কালস্থায়ী সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি, এবং তদুপরিস্থ অত্যুচ্চ শিখরসংবলিত সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে অধিতবেদা দুরমুক্রমনোভব, অক্লান্ত কর্ম্ম, অসাধারণ—আত্মত্যাগী, অসীম—উৎসাহবান ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষেরা, শত বিপ্লবের প্রবলাভিঘাতে ও সুরক্ষিত, যুগ-যুগান্তর ব্যাপী আর্য্যজাতির জাতীয় জীবন সংগঠন করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষেরা ইহার ভবিষ্যৎ পতনাশঙ্কা ও পুনর্গঠন প্রয়োজন বোধে, তাহার গঠন প্রণালীও অমরাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা, মূঢ়তা নিবন্ধন সেই দূরদর্শী ভবিষ্যৎবেত্তা মুণিঋষিগণের মঙ্গলময় উপদেশবাণী স্মরণেও কুণ্ঠাবোধ করি। কোনও কোনও আর্য্য কুলধ্বজ আবার সেই পুণ্যপূত সমদর্শী সরলান্তঃকরণ দয়ারসাগর ঋষিগণের স্কন্ধে, দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ফলত তাঁহাদের সেই অমৃতময় উপদেশবাণী উপেক্ষা করিয়া, আমরা অনন্ত অবনতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি। মোহমুগ্ধ, ভ্রমান্ধ, আত্মহিত, বোধরহিত আমরা, সেই ঋষিগণের অনুশাসন পদ্ধতি উপেক্ষা করত, বিশৃঙ্খল জীবনের স্বেচ্ছাচার সম্পাদনে ব্যাপৃত হইয়া, আমাদের দরিদ্র সংসারের আনন্দ কুটীরগুলি রোগ, শোক, দুঃখ দুর্দ্দশার, আবাস করিয়া তুলিয়াছি। ঋষিগণের আবাস স্থল পুণ্যপূত পবিত্র আশ্রম, তাহাদিগেরই কুলকলঙ্ক বংশধরগণ আমরা, কুক্রিয়া দ্বারায়

নরক-নিবাসে পরিণত করিয়া তুলিয়াছি। এখনও দিন আছে, এখনও সময়-সম্ভব আছে। এই জাগন নাশক কণ্টকাকীর্ণ অন্ধ গুহাচ্ছন্ন গহ্বরে পতনোন্মুখ আমাদের আত্মরক্ষার সময় এখনও আছে, এখনও চেষ্টা করিলে আমরা ফিরিতে পারি, এখনও পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমাদের মৃতসঞ্জীবনী সুধাভাণ্ড আমাদেরই জন্য মুক্ত মুখে অবস্থান করিতেছে।

সকলেই জানেন স্মৃতিও কল্পনা উভয়ের মধ্যে স্মৃতি কথাটীই ফলিত সত্য। কল্পনাকে সত্যে পরিণত করিতে হইলে, স্মৃতি ভাণ্ডারের দ্বারোন্মোচন করিতে হইবে, এবং তদভ্যন্তরস্থ মহামূল্য রত্নানিচয় দ্বারাই, কল্পিত ভবিষ্যৎকে সত্যে বা ফলে পরিণত করিতে হইবে। যাঁহার ভাণ্ডারে সত্যই সে রত্নের অভাব আছে, তাহাকে ঔদাসীন্য বা আলস্য পরিহার করিয়া, সযত্নে অতীতের গৌরবময় কাহিনীকাহিনী সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহার মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় উপায়ও উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া, আপনার কল্পিত ভবিষ্যৎকে সজ্জিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে।

আজকাল অনেকেই অতীতের স্মৃতিকে অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহারা ওগুলির অধিকাংশকেই কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষা করেন। এই হাস্যোদ্দীপক আলোচনা শুনিয়া সত্য সত্যই হাসি সংবরণ করা যায় না। আদর্শ ব্যতীত জীবন গঠন করা নিতান্ত অসম্ভব। যদি মনুষ্যকে মনুষ্যের মত করিয়া গড়িতে হয়, তবে অতীত চরিত্রকে আদর্শরূপে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া, তাহা হইতে জীবন গঠন প্রণালী শিক্ষা করিয়া, আপনার উদ্দেশ্যপূর্ণ গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে; বোধ হয় ইহা বালকেও বুঝে। তাই বলি, প্রাচীন কুসংস্কার পরিত্যাগ করিবার কথাটীই ঘোর কুসংস্কার, এবং

সেই কুসংস্কার আমাদিগকে যতদূর সম্ভব কুপথে পরিচালিত করিতেছে। বিংশ শতাব্দীর আদর্শ গৌরবস্থল বাঙ্গলার ভাগ্যগগণের প্রোজ্জ্বল মঙ্গলে।

স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃতকরা গেল।

"Nowadays every body blames those who constantly look back to their past. It said that so much looking back to the past is the cause of all Indian's woes. To me, on the contrary, it seems that the opposite is true. So long as they forgot the past, the Hindu nation was a instate of stupor, and as soon as they have began to look back into their past, there is on every side a fresh manifestation of life. It is on these past that the future has to be mould. This past will become the future."

"The more therefore the Hindus study the past, the more glorious will be their future, and whoever, tried to bring the past to the door of every one is a great benefactor to the nation."

বর্ত্তমান সময়ে যাহারা অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে অনেকেই মন্দ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, অতীতের বিষয় অত্যধিক আসক্তি ও পর্য্যালোচনাই ভারতের যাবতীয় দুর্গতির মূল। আমার নিকটে কিন্তু তাহার বিপরীতটাই সত্যবলিয়া বোধ হয়

যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি আপন অতীতের বার্ত্তা ভুলিয়া রহিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত উহার সম্পূর্ণ মূর্চ্ছিতাবস্থা গিয়াছে ; কিন্তু যেইমাত্র। হিন্দুগণ তাহাদিগের অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অমনি সমুদয় দিকে নবজীবনের বিকাশলক্ষিত হইতেছে, এই অতীত হইতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ম্মিত হইবে। ভারতের এই অতীতই ভবিষ্যতে পরিণত হইবে।

সুতরাং হিন্দুগণ তাহাদের অতীত গৌরবের বিষয় যতই অধ্যয়ন করিবে, তাহাদের ভবিষ্যৎ ও ততই অধিকতর উজ্জ্বল হইবে এবং যিনিই এই ভারতের অতীত কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচার করিবেন, তিনিই এইজাতির পরমবান্ধবস্বরূপে পরিগণিত হইবেন”।

তাই বলি, এখন ও ফিরিয়া চাও। অতীতের পুণ্যপূত কীর্ত্তি-কাহিনীতে আপন হৃদয় ভরিয়া ফেল। সেই গুণ গৌরব সম্পন্ন দেবোপম উন্নত চরিত্র মহা মনস্বীগণের কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ কর, আপনাকে সেই জগজ্জনপূজিত আর্য্যমহাপুরুষগণের বংশধর বলিয়া মনে কর, এবং তাহা-দের সেই অমৃতোপম উপদেশবাণী অবধারণ করিয়া, ধ্বংশমুখে অগ্রবর্ত্তী আপনাদিগকে আত্মরক্ষণে সমর্থবান কর। এখন ও আত্মহিতসাধনে ব্যাপৃত হও। সেই নন্দন কাননাভ্যন্তরস্থ পারিজাতমূলে প্রোথিত সুধা ভাণ্ডকে অকিঞ্চিৎকর বোধে অবহেলা করিওনা। অবহেলা করিয়া করিয়া দিন কাটাইয়া তোমরা সুদীন ভিখারী সাজিয়াছ, অন্নাচ্ছাদন, শান্তি-স্বাস্থ্য, বল-বীর্য্য প্রভৃতি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় বিষয় সমূহের ঘোর অভাবে নিষ্পেষিত হইয়া, কালে কালে দিনে-দিনে তোমরা সমাজ বিধ্বংসকারী মহাকালের আলিঙ্গনে অগ্রসর হইয়াছ। এখন ও সাবধান হও, এখন ও পরিণাম ও পরকাল চিন্তায় মনোভিনিবেশ কর। পিছু ফিরিয়া তাকাইয়া দেখ, কোথায় ছিলে,

কোথায় আসিয়াছ, কি ছিলে—কি হইয়াছ। প্রকৃত চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিতে গেলে কি দেখিবে? দেখিবে অত্যুচ্চ সৌধশিখর হইতে, ক্রমি কীট সঙ্কুলিত পূতি গন্ধপূর্ণ নরক—নিবাসে নিপতিত হইয়াছ। পুণ্য পূত বিষ্ণু মন্দিরাভ্যন্তরে প্রেত-প্রেতিনীর আবাসস্থল নির্ম্মান করিয়াছ। ইহাকি নিরতিশয় পরিতাপের বিষয় নহে? জানিনা তোমাদের পাষাণ অপেক্ষা ও কঠিনতর হৃদয়ের কি কঠোর সহিষ্ণুতা! কি অসীম আত্মত্যাগ! হায়রে! ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটানু-কীট আমি কিন্তু এসবকথা স্মরণেও চমকিত হই। বোধহয় তোমাদের স্বভাব সুন্দর সরল চিত্ত, এই বিষময় প্রগাঢ়তর চিন্তার প্রয়োজন অনুভব করেনাই। তোমরা সংসার কাননের প্রফুল্ল পারিজাত, শান্তি-সাগরের লীলা-তরঙ্গ, সরলতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, তোমাদের হৃদয় এই বিষময় চিন্তায় ব্যাপৃত না ও হইতেপারে, কিন্তু তাই বলিয়া কি কুসংসর্গজাত কুঅভ্যাস আচরণের পরিণাম বিষময় ফলভোগে অব্যাহতি পাইয়াছ? তাহা পাওনাই, পাইতে পারনা, উহা স্বভাবের রীতিনহে। নয়নাভিরাম আনন্দদায়ক মনোমুগ্ধকর পবিত্রচিত্রে দেবোপভোগ্য কুসুমে, কীট প্রবেশ করিলে, কুসুমের স্বভাব সুলভ সৌন্দর্য্যরাশী অক্ষুন্ন থাকিতে পারেনা। বরং কঠিনতর কাষ্টখণ্ডের, কীট কুলের কঠোরতর দশন দংশনে বিশেষ কিছু অনিষ্টোৎপাদন করিতেপারেনা; কিন্তু, কুসুম কোরকে. প্রবিষ্টমাণ কীটের দংশনবিষে, সুকোমল কুসুম কোরক অর্দ্ধপ্রস্ফুটিতাবস্থায়ই ম্লানমুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, কুসুম জীবনের চরম অভিনয় সমাপ্ত করে। তাই বলি তোমরা সুন্দর হইতে পার, সরল হইতে পার কিন্তু; ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্তে অলক্ষিত ভবে তোমাদের হৃদয়ে যে কলকুটবিষধর কীট প্রবেশ করিয়াছে, তাহার

সুতীক্ষ্ণ দংশন জ্বালার আজনা হউক কাঁপ তোমাকে নিতান্ত অধীর হইতে হইবে। এবং তাহার পরিণামে আত্মসংরক্ষণ ব্যাপার ও নিতান্ত সহজ সাধ্য হইবেনা। তোমরাও কি চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছ—না যে, কেমন করিয়া কালে কালে দিনে দিনে দেশ উৎসন্ন পথে অগ্রসর হইতেছে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা রোগ-শোকে অভিভূত হীনবল তোমাদিগকে লইয়া, অকাল মৃত্যু নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে কি ভীষণ তর অভিনয় করিতেছে। এই দেশ বিধ্বংস করা পৈশাচিক অভিনেতার তাণ্ডবনৃত্যের পদ ভরে দেশ টলটলায় মান। এই ভীষণতর অভিনয়ের পরি সমাপ্তি-কাল অদূর ভবিষ্যতাগত, এবং ঐ অভিনয়ান্তে এমন এক কঠিনা বরণ যুক্ত যবনিকা পতন হইবেযে, উহার অন্তরাল হইতে আর তোমরা চিরকালের জন্যও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেনা।

অমরগৌরব আর্য্যনন্দনগণের ভবিষ্যৎ ভাগ্যগগণ এবম্বিধ অপ্রত্যাশিত ভাবে চিহ্নিত হইতেছে, ভাবিলে কাহার হৃদয় না শিহরিয়াউঠে কেনা ঘোর দুঃখে অভিভূত হয়; কেন এমন হইল? এই নন্দন নিবাস নরকাবাসে পরিনত হইল কেন, এই দেবোপ-ভোগ্য কুসুম কোরকে কীট প্রবেশ করিল কেন, অমরকীর্ত্তি-কুশল আর্য্যগণের বংশধরেরা কেন এমন করিয়া অধঃপাতিত হইল, সুজলা—সুফলা শস্য—শ্যামলা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার তোমাদের দেশ, কেন এমন করিয়া সুদীন ভিখারী সাজিল, শান্তি-স্বাস্থ্য আয়ু-আরোগ্যের আবাস ভূমি, কেন এমন করিয়া অশান্তির দাবদাহনে নিরন্তর বিদগ্ধ হইতেছে, শতসহস্রবর্ষ দীর্ঘজীবি অমিতবলশালী অসীম প্রতিভা সম্পন্ন আর্য্যগনের বংশধরেরা, কেন এমন হীন বীর্য্য, অল্পায়ু, ধীশক্তি হীন হইল। হারিত, জাজবল্ক, বাগভট্ট, সুশ্রুত, চরক

চ্যবন, দিবদাস ও অশ্বিনী কুমার গণের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারিরা কেন এমন করিয়া নিরন্তর ব্যাধি বেদনায় ম্লানমুখে ক্লিষ্টকলেবরে সর্ব্বদা মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া. কালকাটিতেছে, আর কেনইবা তাহাদের জীবনী শক্তি, দুর দেশাগত কুইনাইনের উপর নির্ভর করিতেছে, এই নিরতিশয় চিন্তাজনক প্রশ্ন স্বতই সাধারনের, অন্ততঃ শিক্ষিত জনগণের হৃদয়ে আবির্ভাব হওয়া সঙ্গত। কিন্তু এই কোটী কোটী নরনারীর নিবাসস্থলে কজনের হৃদয়ে এই গুরুরহস্যোদ্দীপক প্রশ্নের আবির্ভাব হইয়া, থাকে? আর তাহাদের মধ্যে কত জনইবা তাহার কারণ তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া, ইহার গুরুরহস্য উদ্ভেদ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন; তাহা আমি জানিতে বা বুঝিতে পারিনাই।

নিশ্চয়ই এই দেশে কার্য্য কুশল মনস্বী লোক অনেক আছেন। তবে দেশবাসী জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসাবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি-অল্প। তবুও ইহাসত্য যে, তাহারা দেশ-মঙ্গল কামনায় ব্যাপৃত হইয়া; নশ্বর মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে চরিতার্থতা লাভে সক্ষম হইতেছেন; কিন্তু আমার বোধহয়, তাঁহাদের অনেকেরই শ্রম-স্বর সংবলিত চেষ্টা, উপর দিয়া গড়াইয়া, আমাদিগের সমাজের একটু খান বহিঃসৌন্দর্য্য প্রস্ফুট করিতেছে মাত্র। প্রত্যুত তাহা প্রকৃত মঙ্গলজনক কিনা, সেবিষয়ে প্রচুর পরিমাণে সন্দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার বোধহয় এই বহিঃ সৌন্দর্য্যই অন্তরভাগকে অধিকতর ক্লিন্ন করিয়া দিতেছে; এবং ইহাও বোধহয় অসঙ্গত বলাহইবে না যে, অন্তরভাগের ক্লেদাবরণ বিশেষ ভাবে বিদুরিত না হইলে, সুধু সৌন্দর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধন দ্বারা, আমাদের এই আসন্ন পতনশীল অবস্থা হইতে আত্ম সংরক্ষণে সমর্থবান হওয়া নিতান্ত সহজ সাধ্য হইবে না।

কোন সময়ে কি প্রকারে সমাজ মধ্যে পাপ প্রবাহ প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদিগের • অধঃপতনের সুত্রপাত করিয়াছিল, এবং কি প্রকারেই বা তাহা এতাধিক প্রস্ফুটতা লাভ করিয়াছে, যদিও ইহা নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন ব্যাপার; তবুও ইহা অনুমান করাযায় যে, ভারতীয় ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে, কোনও এক দুর্ব্বল হৃদয় আয়ত্ত করিয়া স্বীয় আবাস ভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং কালে-কালে শস্যক্ষেত্রস্থ কণ্টক বৃক্ষের ন্যায়, বীজানুবীজের সহিত সমগ্র দেশ-ময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সুচতুর কৃষক, তদীয় ক্ষেত্রস্থ অল্পবৰ্দ্ধিত কণ্টকবৃক্ষগুলির উৎপাদন ব্যাপারে মনোভিনিবেশ করে, এবং সহজেই ফললাভে সমর্থ হয়। দুঃখের বিষয় তদানীন্তন কালে সমাজমধ্যে প্রবিষ্টমান পাপপ্রবাহের প্রতিরোধ কামনায় কেহই তদ্রূপ যত্নতৎপর হয়েন নাই। প্রত্যুত প্রবলতর বৰ্দ্ধিত-শক্তি সমাজবিধ্বংসকারী পাপপ্রবাহের প্রতিরোধ সাধন, অধুনা নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্য পক্ষে ইহাও সত্য যে, উহার আপাত মাধুর্য্যময়ী মনোমুগ্ধকারি মোহিনী মূৰ্ত্তি এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলে যে, তাহার উচ্ছেদ সাধনত' দূরের কথা, দুর্ব্বল হৃদয় ব্যক্তিবর্গ উহার যথা-সাধ্য প্রশ্রয় প্রদানেও কুণ্ঠা বোধ করেনা। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, উহার ভবিষ্যদোপস্থিত বিষময় ফলের সুতীব্র জ্বালা তখনে কেহই অনুভব করিতে পারে না।

কিন্তু ইহা নিরতিশয় আশ্চর্য্যেরবিষয় যে, উপভোক্তারা ইহার বিষময় জ্বালার অনুভবে সমর্থ না হইলেও, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মনস্বী আর্য্যঋষিগণ ভবিষ্যদর্শন শক্তি প্রভাবে পাপ আক্রমণের, ও তাহার সুতীব্র ফলের আশঙ্কা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন এবং সেই আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষনাভিলাষে, অনুজ্ঞারূপে সদুপদেশ সমূহ

প্রচার করিয়া ছিলেন। কিন্তু কাল সহচরে কুসংসর্গের প্রবল প্রভাব, সেই অমৃতোপম ফলপ্রদানকারী অনুজ্ঞাবাণী অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দিয়া, আমাদিগকে এই অপ্রতিকার্য্য অবনতিপথে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন ইহার ভীতিপ্রদ অপকারিতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াও, মৌখিক বাক্-বিন্যাসের দ্বারাই ইহার প্রতিকার কার্য্য সমাধান করিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। ইহাতে কত অধিক সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

যখন নগরে আগুণ লাগিয়া, তাহার দিক্-বিদাহি প্রবল প্রতাপে গৃহাদি ভস্মীভূত হইতে থাকে, তখন এক কলসী জল দ্বারা সেই অগ্নির প্রবল-প্রভাব প্রতিহত করা কি সম্ভব হয়? আক্রমণকারী শক্তি অপেক্ষা প্রতিরোধক শক্তি সমধিক পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক, নতুবা সে চেষ্টা ব্যর্থতামাত্র প্রসব করিয়া ক্ষান্ত হয়। প্রত্যুত সেই ব্যর্থ প্রয়াস আরও এক প্রকার কুফল প্রসব করে। ভবিষ্যৎ প্রয়াসকারির উদ্যম অধ্যবসায়ের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়।

তাই বলি, ইহা সহজেই অনুমিত হওয়া উচিৎ যে, এবম্বিধ দুরূহ ব্যাপারের প্রতীকার বাসনায় যাহারা অগ্রবর্ত্তী হইতে প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাদিগের অকাতর আত্মত্যাগ ও স্বার্থশূন্যতা নিতান্ত আবশ্যক। সে যাহা হউক, এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, এবম্বিধ দুর্দ্দশার মূলতথ্যানুসন্ধানে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই একটু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, দীর্ঘকালব্যাপী সর্ব্বদেশ বিস্তৃত ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও করাল কালের তাণ্ডব-নৃত্যবিস্তারি দানব-মূর্ত্তি ম্যালেরিয়ার আক্রমনই, দেশ উৎসাদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ হইলেও মুখ্য কারণ নহে। বস্তুত উহাদের

উৎপাদক কারণতথ্য হইতে ইহারা গৌণ। দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাপারগুলি দেশ বিধ্বংসের মুখ্য কারণ না হইলেও, উহারা ভয়ানক অনিষ্টকারি, সন্দেহ নাই। সুতরাং উহাদিগের সমুৎপাদক সূক্ষ্মকারণতথ্যের অনুসন্ধানও একান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্বে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, শারিরীক শক্তির অভাব প্রযুক্ত, আলস্য-পরতন্ত্রতা ও কর্ম্মহীনতাই দুর্ভিক্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ এবং পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, নানাবিধ অন্য কারণদ্বারা উহারা উৎপাদিত। আপাততঃ ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দুএকটী কথা বলিতে চেষ্টা করা যাউক। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দেশ বিধ্বংসকারি রোগ সমূহের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলে দেখিতে পাইব যে, গভর্ণমেণ্টের মেডিকেল রিপোর্টে (medical report) লিখিত Scanty clothing Unfit of Dwelling and insufficient of fooding দ্বারা জ্বররোগ উদ্ভাবন হইতে পারে সত্য, কিন্তু উহাই প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্মকারণ নহে। কারণ আধুনিক সভ্য সম্প্রদায় যাহাদিগকে ইতর জাতি বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন; তাহাদিগের মধ্যে ঐ সমস্ত কারণ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকা স্বত্তেও, তাহারা সভ্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেকাংশে সুস্থ ও সবলকায়; ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে? ধীর ভাবে এবিষয় চিন্তা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, এমন একটা বিষয় আছে, যাহার স্বত্তাসংরক্ষণে বাহিরের শত শত অসুবিধাও মানুষকে সহজে বিপন্ন করিতে পারেনা। সেই মহোপকারী স্বত্তা কিসের, তাহা ক্রমে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ দেখা যাউক দেশবিধ্বংসকারী ভীতিপ্রদ জ্বররোগের বাস্তবিক কারণ কি।

আধুনিক শারীর-তত্ত্ব-বিদেরা নানা প্রকার গবেষণার দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পানীয়জল, মশকদংশন প্রভৃতি

কয়েকটী কারণ হইতে জ্বরাদিরোগ উদ্ভব হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে এই সুবিস্তৃত বঙ্গদেশের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় ও নিখাত সমূহ পূরণ করিয়া, পল্লীতে পল্লীতে সুবৃহৎ জলাশয়, এবং তাহাহইতে জলগ্রহণ জন্য কোনও প্রকারের যন্ত্র বিশেষের ব্যবহার করিয়া, পানীয় জলের দূষণীয় ভাব দূর করা কি সম্ভবপর হইবে? না কানন বহুলা বঙ্গদেশের জঙ্গল সমূহ সমূলে বিনষ্ট করতঃ Municipalityর আবির্ভাব করিয়া মশক কুলের বিনাশ সাধন করা সম্ভব হইবে? যদি ও ইহা সম্ভব হয়, তবুও আমরা দেখিতে পাইব যে, ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে মিউনিসিপালিটির যত্নে যথাসম্ভব পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ করা হইতেছে, আমার বিশ্বাস তবুও বঙ্গদেশের জঙ্গলাকীর্ণ অনেক পল্লী, কলিকাতা অপেক্ষা মশকের অল্পতা প্রমাণদ্বারা, কলিকাতা মহানগরীর কর্ম্ম দক্ষ মিউনিসিপাল আফিসকে উপহাস করিতেছে এবং ইহাও যথেষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, নানাবিধ প্রকারে যত্ন লওয়া সত্বেও উক্ত রাজধানীতে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবের অভাব হয় না। সুতরাং প্রথমে দেখিতে পাইলাম যে, অপ্রতিকার্য্য বিষয়ই এই ভীতিপ্রদ ব্যাধিদানবের নিদান; এবং যদি ইহার প্রতিকার সম্ভবপর না হয়, তবে কি ইহাই মনে করিব যে, এবম্বিধ অপ্রতিকার্য্য নিদান তদুদ্ভূত ব্যাধিদানবের প্রবল উৎপীড়নে দেশ বিধ্বংসকরা ভগবানের অভিপ্রেত? ইহা সত্য হইলেও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

উপরোক্ত কারণ সমূহ কিপ্রকার কার্য্যকারিতার দ্বারা ব্যাধি উৎপাদন করে, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মারা বলিয়া থাকেন যে, রক্তের মধ্যে দুই প্রকারের টিসু দেখিতে পাওয়া যায়। অবস্থা নির্ব্বিশেষে

উহাদের কতকাংশ অসুস্থ এবং কতকাংশ সুস্থজাতীয়। টিস্যুগণের অবস্থা বিশেষ উৎপাদনের কারণ, আহার্য্যাদিরূপে ব্যবহৃত বস্তুজাত হইতে উদ্ভাবিত বিষ (poison) বিশেষ্-জাত টিস্যু ও বিশুদ্ধরক্তের সারাংশ টিস্যুগণের মধ্যে, নিরন্তর আক্রমণ বিক্রমণ স্বরূপ ঘোর বিরোধ চলিতেছে; এবং একজাতীয় টিস্যু অপরজাতীয়কে আয়ত্ত করিতে পারিলেই, আপন প্রভাব বিস্তার দ্বারা, মানবশরীরকে সুস্থ বা অসুস্থাবস্থায় পরিণত করে। এবং এই প্রকারে সংঘটিত অসুস্থাবস্থাই ব্যাধিনামে পরিচিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের বিষদ্বারা পরিপুষ্ট টিস্যুগণ, বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধি উৎপাদন করে। বিভিন্ন জাতীয় দুষনীয় আহার্য্য বস্তু দ্বারা, বিভিন্ন জাতীয় বিষ, রক্তস্থ টিস্যুগণের মধ্যে সংক্রামিত হয়, এবং অস্বাস্থ্যোৎপাদনকারী অসুস্থ জাতীয় টিস্যু সমূহের পরিপোষক বিষের অধিকাংশই, পানীয় জলের অভ্যন্তর হইতে ও মশক মুখ নির্গত বিষ বিশেষ হইতে সংক্রামিত হয়। ইহাই ব্যাধি সমূহের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম নিদান।

আমাদের প্রাচ্য আয়ুর্বিজ্ঞান প্রণেতা মহামনস্বী আর্য্যঋষিগণের গভীর গবেষণার ফল, যাবতীয় রোগের কারণ স্বরূপ জ্বররোগের নিদানতত্ত্ব, এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে যে,—

"মিথ্যাহার বিহারশ্চ দোষাহ্যামশয়া শ্রয়া"

"জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্দ্বন্দ্ব সংঘাতাগন্তুজ স্মৃতঃ।"

অমিত আহারও বিহারদ্বারা কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ আমাশয় গত হইয়া, তত্রস্থ পিত্তরাশিকে অধিকতর দূষিত করিয়া ফেলে, এবং সেই দূষিত পিত্ত সর্ব্বাঙ্গীন চর্ম্ম গত পিত্ত প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া পৃথক এবং দ্বন্দ্ব ভেদে অষ্টপ্রকার জ্বর উৎপন্ন করে! এই প্রকারে দুষ্টকার্য্য বা অত্যাচারোৎপন্ন জ্বর, প্রায় রোগেরই মূল কারণ।

ইহাই আমাদের প্রাচ্য মনীষীগণের আলোচিত জ্বর রোগের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম নিদান তত্ত্ব।

উপরি লিখিত উভয় বিধ নিদানতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা আমরা কি বুঝিলাম,—বুঝিলাম এই যে, সরকারী medical reportএ (মেডিকেল রিপোর্টে) লিখিত Insufficient food unfit of dwelling যে অর্থে ব্যাবহৃত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত মিথ্যা আহার ও বিহার সেই অর্থের বিকাশক নহে। বলা যাইতেপারে যে, ভিজে ঘরে বাস করা, ময়লা কাপড় পরিধান করা, রোগের কারণ। তাবলিয়া উপরোক্ত মিথ্যাবিহারের ভাবার্থ, উহারদ্বারা উপলব্ধ হয় না। কারণআমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশীয় ধীবর জাতিরা বর্ষাকালের অজস্র বারিধারা মস্তকে ধারণ করিয়াও জীবিত থাকে! এবং শীতকালের তুষার সদৃশ শীতল-সলিল রাশি মধ্যে, দিবা রাত্র নিমজ্জিত প্রায় রহিয়াও, দুগ্ধ, ঘৃত ভোজী ভদ্র সন্তানের রোগযুক্ত-ক্ষীণ কায়কে উপহাস করিবার মত সুস্থও সবল দেহ ধারণ করিয়া থাকে। প্রত্যুত অর্থাভাবপ্রযুক্ত, তাহাদেব নিত্যও অত্যাবশ্যকীয় উদর পুরনোপযোগী আহার্য্য বস্তুই সংগ্রহ করিতে পারেনা, আর কষ্টেসংগৃহিত জীর্ণ বস্ত্রগুলি, নিত্য ধোবা বাড়ী দিবে কিকরিয়া। তাই বলিতেছিলাম যে, “medical report এ লিখিত unfit of dwelling and Scanti clothing” ই-আমাদের দেশস্থ প্রায় সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বসাময়িক রুগ্নতার প্রচুর কারণ নহে। প্রত্যুত আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহামনস্বী আর্য্যঋষিগণেব গভীর গবেষণা সম্ভূত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মিথ্যা আহারও বিহার, আমাদের বর্ত্তমান সাময়িক প্রায় সার্ব্বজনীন চির রুগ্নতার, অপেক্ষা কৃত সূক্ষ্মও সত্য নিদান বলিয়া বিবেচনা করা; নিতান্ত অসঙ্গত হইবেনা।

আর্য্যমনস্বীগণের কথিত মিথ্যা আহার ও বিহারই যদি রোগ নিদান বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সংক্ষেপে হইলেও একবার দেখা আবশ্যক যে, মিথ্যা আহার ও বিহার কাহাকে বলে, এবং তাহা কি প্রকারে সংঘটিত হইয়া এবম্বিধ ফল প্রসব করে।

পূর্ব্বেই একবার বলা হইয়াছে যে, আমরা অদূরদর্শী ও অবিমৃষ্যকারি হইলেও, যাঁহাদের পবিত্ররক্তে আমাদের জীবন যন্ত্র নির্ম্মিত, সেই সূক্ষ্মদর্শী ভবিষ্যৎবেত্তা মহামহিম আর্য্যঋষিগণ, আমাদের এবম্বিধ পরিণাম পূর্ব্বেই বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাই এই সব বিষয়ের নিদানতত্ত্ব এবং প্রতিকার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া, সমাজ বিধ্বংসকারী প্রবল শক্তির হস্ত হইতে, আমাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তাহারই ফলে আমরা এতাবৎ কাল ও আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছি।

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্"

এই মহাবাক্যকে মূল ভিত্তি ধরিয়া, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান প্রণেতা ঋষি প্রবরেরা, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা মুনি পুঙ্গবেরা, শরীর রক্ষণোপযোগী আহার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া ছিলেন। ঐ নিয়মগুলি মধ্যে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে যে,—

"রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ শীতা হৃদ্যা
আহার্য্যাঃ বলকারকা" (চরক)

এতদেতর গুণ বিশিষ্ট আহার্য্য বস্তু মাত্রেই, নানা প্রকারে আমাদের শরীরের শান্তি-স্বাস্থ্যের অপচয় সংঘটন করে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের এখন আহার্য্য বিচারটা ঠিক ইহার বিপরীতভাবে, মীমাংসিত হইতেছে। সূক্ষ্মদর্শী মুনিঋষিগণ প্রতিবিষয়েরই সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন, এবং সেই সব কারণতত্ত্ব বিশ্লেষণ

করিয়া, ভবিষ্যৎ জীবনের সুপন্থা নির্দ্দেশ করিতেন। ফলে তাঁহারা সর্ব্বত্র সমভাবে কৃতকার্য্যতা লাভে সক্ষম হইতেন।

সকলেই শতকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আর্য্যঋষিগণ ধর্ম্ম-প্রাণ ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রাণ ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। আমার বিশ্বাস কেবল আর্য্যঋষিগণই নহেন, তদানীন্তন সাধারণ ব্যক্তিরাও ধর্ম্ম-প্রাণ ছিলেন। তাই তাঁহাদের শান্তি স্বাস্থ্য, আয়ু-আরোগ্য অক্ষুণ্ন ছিল। ধৃ+মন=করিয়া ধর্ম্ম শব্দ সাধিত হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা বা পোষণ করা, যে শক্তি বলে মানুষ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, উহাকেই মানুষের ধর্ম্ম বলে, মানুষ ধর্ম্মহীন হইলে মূহূর্ত্তমাত্রও বাঁচিতে পারে না। যে যত পরিমাণ আত্মধর্ম্মের স্বত্তা সংরক্ষণে সমর্থ হয়, সে তত পরিমাণে শান্তি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি আত্মসুখকর ও আত্মোন্নতিকর বিষয় সমূহের অধিকারী হইতে সক্ষম হয়। আর্য্যঋষিগণ এই ধর্ম্ম নীতির সম্যক অনুসরণ করিতেন বলিয়া, তাঁহারা ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া অভিহিত হইতেন এবং ইহারই ফলে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে শান্তি-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও অসীম মনোবল এবং অমানুষিক প্রতিভা প্রভৃতির অধিকারী হইয়া নরাকারে দেবতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। আমরা সে নীতির অত্যন্ত অপলাপ করিয়া কেবল মাত্র অধার্ম্মিক হইয়াই ক্ষান্ত হই নাই। প্রত্যুত অসুস্থতা, অল্পায়ুতা, মনঃশক্তি হীনতা প্রভৃতি নিতান্ত কদর্য্য দোষ সমূহের আবাসস্থল হইয়াছি।

মনস্বী আর্য্য ঋষিগণ, সংরক্ষিনী শক্তিবিশিষ্ট পোষণ প্রকরণকে "ধর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়া, তাহার পরিচালন জন্য কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ধ্যান-ধারণা জপ-তপ প্রভৃতি উপায়গুলি তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আবার ধ্যানাদি উপায় সমূহকে

পরিচালনার জন্য, কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যাবধারণ. তাহার মধ্যে মানব জীবনের অসীম উন্নতিকর সুখ-শান্তি, আয়ু-আরোগ্য সৌর্য্য, বীর্য্য বিধায়ক অনন্ত ফলরাশির অক্ষয় ভাণ্ডার। মহর্ষিরা মুক্তকণ্ঠে বজ্র গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন।

"নতপস্তপ ইত্যাহুব্রহ্ম চর্য্যম্ তপোত্তমং।
উদ্ধরেতা ভবেদ্যস্তু সদেব নতু মানুষ॥

তপই তপ নহে, ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, যিনি উর্দ্ধরেতা, তিনি দেবতা, মানুষ নহেন। এইব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বীর্য্য সংরক্ষণই, মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য মতে জ্বরাদি রোগের সূক্ষ্ম নিদানতত্ত্ব, বিষদুষ্ট (poisonous) পানীয় প্রভৃতি দ্বারা, রক্তমধ্যস্থিত অসুস্থ জাতীয় টিসুসমুহ শক্তি সম্পন্ন হইয়া, যে জ্বরাদি রোগের আবির্ভাব করে ; তাহা বীর্য্যহীন শরীরে যেমন গুরুতর এবং প্রবলবেগে ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে, বীর্য্যবন্ত দেহে তেমন পারেনা। এমন কি বাল্যাবধি সংরক্ষিত, সম্পূর্ণ বীর্য্যবন্ত জনের পবিত্র দেহ, ব্যাধি দানব স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয়না। প্রাচ্য মনীষীগণের মতে জ্বর রোগের সূক্ষ্মনিদান তত্ত্ব "মিথ্যা আহার বা বিহার" নানাকারণে সংঘটিত হইয়া, যে জ্বরাদি রোগের উদ্ভাবন করে, সেখানেও বুঝা যায় যে, যে প্রকারেই হউক না কেন বীর্য্যহীনতাই নানা প্রকার রোগের সমুদ্ভাবক।

পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য মনস্তত্ত্ববিদেরা একমতেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বীর্য্যহীনতাই মনঃশক্তি শিথিলতার কারণ, এবং এই শিথিল-শক্তি মন হইতেই, যাবতীয় বিপদের কারণ উদ্ভাবিত হয়। পূর্ণভাবে বীর্য্যধারণ করিতে পারিলে, এত শক্তিশালী হইতে পারা

যায় যে, স্বভাবের শক্তিকে উপেক্ষা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। তবে সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্যাবধারণ, নিতান্ত কষ্ট-সাধ্য হইবে বিবেচনা করিয়া, ঋষিগণ স্ত্রী সংসর্গ প্রভৃতি বিহারের জন্য কাল দেশ পাত্রের অবস্থা ভেদে কতকগুলি ব্যাবস্থানির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল সহচরে কুসংসর্গ নিরত আমরা, সেই সমস্ত অমৃতোপম অনুজ্ঞাবাণীর অবহেলা করতঃ, স্বেচ্ছাচারসম্পন্ন উচ্ছৃঙ্খল জীবন গঠন করিয়া, অভাব ও দুঃখরাশিকে সাদরালিঙ্গন দ্বারা ধ্বংস নীতির আবির্ভাবের আয়োজন করিতেছি।

শাস ধাতু হইতে শাস্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরদুঃখ কাতর দয়ার্দ্রহৃদয় শাস্ত্র প্রণেতা আর্য্যঋষিগণ, শাস্ত্রবাক্যরূপ পরমমঙ্গলময় অনুশাসন পদ্ধতির দ্বারা, আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং ইহা অতি সত্য যে, এই প্রকার শাস্ত্রোপদিষ্ট মঙ্গলময় বাক্য ব্যতীত, অল্পবুদ্ধি, হীনমস্তিষ্ক, অদূরদর্শী আমাদের স্বকপোল কল্পিত আহার ও বিহারের ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সুতরাং, অধুনা আমাদিগের দ্বারা নিত্য সম্পাদিত আহার বিহারই শাস্ত্রোক্ত "মিথ্যা" শব্দের ভাবজ্ঞাপক বা অর্থ বিকাশক। আর এই প্রকার মিথ্যা আহার ও বিহারই, আমাদের কঠোর সাধনার ফল মনুষ্য জীবনকে, অন্ধকার হইতে অন্ধকার-প্রগাঢ়তর অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন যবনিকার অন্তরালে লইয়া, ধ্বংসনীতির আবির্ভাবের আয়োজন করিতেছে। এবম্বিধ ঘৃণিতভাবে ধ্বংস হওয়া, আর্য্য সন্তানগণ আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক হইলেও, অগঠিত চরিত্র, হীনশক্তি আমাদিগের, পাশবরৃত্তি চরিতার্থতার পরিণাম ফলে উৎপাদিত; হীন শক্তি, ক্ষীণকায়, অল্পায়ু সন্তানগণকে, এসংসারে চির অনুতাপানলে দগ্ধ হইবার জন্য রাখিয়া যাওয়া, আমাদের অত্যন্ত পাপও দুঃখজনক সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ধীরভাবে আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইবে যে, এই সর্ব্বনাশোৎপাদনকারী মিথ্যা আহার ও বিহার কুসংসর্গজ ফল। কুসংসর্গ হইতে সংঘটিত হইতে পারেনা, জগতে এমন অবৈধ কার্য্য অতি বিরল। পৃথিবীর ইতিহাসে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবে, এজগতে এ যাবতকাল যত লোকে, ভোগের বিষময় ফল-অনুতাপ পূর্ণ জীবনভার লইয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়াছে। তাহারা সকলেই কুসংসর্গের ভয়াবহ ফলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কুসংসর্গের এবম্বিধ পরিণাম উপলব্ধি করিয়া, দেবর্ষি নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বিশেষভাবে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন :—

"দুঃসঙ্গ সর্ব্বথৈব পরিত্যাজ্যেৎ"।

দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা পরিহার করিবে। গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শিক্ষা ব্যাপদেশে বলিয়া ছিলেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংস সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাঃ প্রণশ্যতি ॥

বিষয়ের অনুধ্যান দ্বারা সংসর্গ উপস্থিত হয়, সংসর্গ হইতে কামনার আবির্ভাব, কামনা হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ এবং তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ ঘটিয়া থাকে। এই বুদ্ধি বা বোধসত্ত্ব নষ্ট হইয়া গেলে, হিতাহিত কার্য্যাকার্য্য বিচারশূন্য মানুষ, ধ্বংস নীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য গীতার এত উচ্চ, এত মহান্ ভাব, সাধারণের বুঝিতে কষ্ট হইতে পারে। তবুও ইহার সারাংশ বা মর্ম্মার্থ বুঝিবার উপযুক্ত এবং বুঝা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য বিষয়ের অনুধ্যান না করিলে, জীব জগতের বা সৃষ্টি

কার্য্যের বিবৃদ্ধি সংসাধন শক্তি অব্যাহত থাকা সম্ভব নহে। প্রত্যুত গীতার এই মহাবাক্যে উপদিষ্ট হইলে সন্ন্যাসী হইতে হইবে; এবম্প্রকার আশঙ্কা অনেকের মনে আসিতে পারে সত্য কিন্তু উহা হইতে আমাদের পাইবার মত কোনও সরল সদুপদেশ কি নাই? অবশ্য আছে। কুবিষয়ের চিন্তা সম্যক প্রকার পরিহার করিতে হইবে। কুচিন্তা নিরত হইয়া; আকাশে কুসুমোদ্যান প্রস্তুতের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত না থাকিলে, আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের চিন্তা দ্বারা, বোধ হয় তত অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে না। শূন্যে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য যত্ন-তৎপর হওয়ার ন্যায়, অনেক সময় আমরা মনের সদ্বৃত্তিগুলি চাপিয়া রাখিয়া, কতকগুলি অসদ্বৃত্তির অযথা অনুশীলন দ্বারা, হৃদয়ের প্রকৃত এবং সৎশক্তির অপচয় সংঘটন করিয়া থাকি। এবং এই প্রকার কার্য্যের ফলেই, আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজ, অনন্ত অভাব ও দুঃখের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। গীতোক্ত এই সংসর্গ, আমাদের ভাগ্যফলে নিতান্ত অসৎরূপে সংঘটিত হইয়াছে; এবং সেই অপকৃষ্ট সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী ফলে, আমরা নিরবধি দুঃখ-দুর্দ্দশা উপভোগ করিতেছি। শাস্ত্র-কর্ত্তারা বজ্র-গম্ভীরস্বরে পুনঃ পুনঃ "দুঃসঙ্গকে" পরিহার করিতে বলিয়া, আমাদিগের সতর্কতা সম্বিধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আমরা নৈপুণ্য সহকারে সেই মঙ্গলময় বাণী উপেক্ষা করিতেছি।

কে জানে কোন দিনে কেমন করিয়া মানুষকে, খর-কিরণ-বর্ষী মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপে বিশুষ্ক প্রায়, অপরিস্ফুট কুসুমের ন্যায় অপরিণতকালে, মানব জীবনের অনন্ত-উন্নতির অদম্য-আশার অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইয়া, পারিজাত কোরককে পূতিগন্ধ পূর্ণ নরক-নিবাসের কীটে পরিণত করিয়া, অকালাগত উৎসন্ন পথে অগ্রবর্ত্তী করণোপযোগী

দুর্দ্দমনীয় শক্তি-ধর পাপ-কুসংসর্গ, মঙ্গলময় বিধাতৃ রাজ্যের মরজগতে অমর-ভুবন আর্য্য নন্দনগণের পবিত্র ভবনে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কে জানে, কোন দিনে কেমন করিয়া পরমপিতা ভগবানের সৃষ্টিরাজ্যের চরমোন্নত আর্য্যজাতির পবিত্র হৃদয়ে পাপ প্রবৃত্তি আশ্রয় পাইয়া, স্বকীয়শক্তির প্রবলতর প্রভাবে, সমুদ্র-সৈকত হইতে শৈল-শিখর পর্য্যন্ত, সমস্ত মানবের—সমস্ত জাতির হৃদয়কে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কে জানে, কোন দিনে কেমন করিয়া যোগপ্রভাবোত্থিত মহাশক্তি-ধর আর্য্য ঋষিগণের, কঠোর অনুশাসন পদ্ধতির সুদৃঢ় বন্ধন অতিক্রম করিয়া পৈশাচিক পাপ প্রবৃত্তি, পুণ্য-পূত আর্য্য চরিত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং তাহারই অব্যাহত পরাক্রম প্রভাবে শম, দম, ক্ষান্তি, দাক্ষিণ্য, শৌচ, আর্জব, সৌর্য্য, বীর্য্য, আয়ু, আরোগ্য প্রভৃতি মহামূল্য রত্ন নিচয় বিধ্বস্ত হইয়াছে। ফলে—আমরা ভিখারী সাজিয়াছি। দৈন্য হাহাকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছি।

যেমন করিয়াই হউক সর্ব্বনাশকারী পাপ প্রবৃত্তি, ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ের অন্তস্তলে একবার অবস্থিত করিবার সুযোগ পাইলেই, তাহার প্রবলতর শক্তি প্রভাব, সকলকে, বিশেষতঃ সরলান্তঃকরণ, পবিত্র হৃদয় বালক বালিকাগণকে, বলপূর্ব্বক আপনার দিকে টানিয়া লয়; এবং তাহার সংসর্গে মানব মাত্রেই বুদ্ধিসত্ত্ব হারাইয়া, অশেষ অনিষ্টকারী কত কুফল লাভ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব হৃদয়ের পবিত্রতম বৃত্তিচয়, কুসংসর্গ প্রভাবে ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া পড়িতে থাকে, এবং পরিশেষে একেবারেই লোপপ্রাপ্ত হয়; ও তাহারই ফলে, সভ্য সমাজের মানব নিচয়ের মধ্যে ও চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ, কলুষতা, মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি অনন্ত পাপের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই প্রকার

পাপ প্রবৃত্তির অনুসরণে কিছুদিন পরেই তাহাদিগের হৃদয়, শক্তিশূন্য হইয়া নিরতিশয় অনুতাপের আগারে পরিণত হয়। এবম্প্রকারে পাপ প্রবৃত্তির সমুদ্ভাবক কুসংসর্গই, মানব জীবনের অনন্ত অনিষ্টকারী দুঃখজনক অবস্থা সমূহ উৎপাদন করিয়া, সৃষ্টির চরমোন্নত মানুষকে, পুচ্ছ-বিশাণহীন পশুতে পরিণত করে।

মানব জীবনের পরম শত্রু এই কুসংসর্গের, এমন এক আপাত মধুর রমণীয় চিত্র মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয় যে, তাহার মনোমুগ্ধকর মধুরাকর্ষণকে উপেক্ষা করা, নিতান্ত কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যাহাদের অন্তঃকরণে প্রচুর পরিমাণে দৃঢ়তা নাই, তাহাদের পক্ষে ইহা অধিকতর কষ্টসাধ্য।

কাল দেশ ও পাত্রের অবস্থানুসারে বিলাসিতা, অনিচ্ছাসত্বেও আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্যই ইহা কুসংসর্গের অত্যন্ত সম্প্রসারণের পরিণাম ফল। কুসংসর্গ নানা প্রকারের হইলেও, আজকাল আমাদের ভাগ্যে যে জাতীয় কুসংসর্গ সংঘটিত হইতেছে, উহা অত্যধিক পরিমাণে বিলাসিতার জনয়িতা। আজ কালকার দিনে আমাদের দেশে, বিশেষতঃ যাহারা সমাজের শিক্ষক স্বরূপ আদর্শ স্থান, যাঁহাদের দেখিয়া লোক নিজেদের জীবন পরিচালনোপযোগী চাল-চলন (Deportment) শিক্ষা করিবে, তাহারা আপনাদিগের পসার প্রতিপত্তি (Prestige) অথবা সেই রকম অল্প বা অনাবশ্যকীয় অন্য কিছু বহাল রাখিবার প্রয়াসে, বিলাসের মনোমুগ্ধকর ভাবোদ্দীপক কুসংসর্গের পূজা করিয়া, সমাজ মধ্যে ঘৃণিত—অতি ঘৃণিত আদব কায়দা (Etiquette) পরিচালন করিয়া, দিনে দিনে সমাজকে এমন অধঃপাতিত করিতেছেন যে, তাহা স্মরণ করিলেও দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। Fashion (ফ্যাসন্) এর মাত্রা বাড়িয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছে

যে, বাবুদিগের এখন শয্যায় এবং শয়নেও Fashion (ফ্যাসন্ আবশ্যক হইয়াছে।

বিলাসিতাই যথেচ্ছা আহার বিহারের কারণ উদ্ভাবন করে। ক্ষেত্রমধ্যে একটীমাত্র কণ্টকবৃক্ষ উৎপাদিত হইলে, ক্রমে ক্রমে তাহার সম্প্রসারণ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায়, মানব হৃদয়ে কোনও এক প্রকারের একটী, বিশেষতঃ কুঅভিলাষ উপস্থিত হইলে, সে সবলে অন্যজাতীয় সমস্ত বৃত্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে। এমন কি সে চেষ্টায় নিতান্ত অকৃতকার্য্যও হয় না। ফলে যে কোন কারণে বিলাসিতার আবির্ভাব হইলেই, তাহার প্রসাদন জন্য যথেচ্ছা আহার বিহার আবশ্যক হইয়া পড়ে। নতুবা বিলাসিতার মর্য্যাদা সংরক্ষণ একান্ত অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষণে মনে রাখা আবশ্যক যে, এই প্রকারেই মিথ্যা আহারও বিহারের আবির্ভাব হয়; এবং তাহার বিষময় ফলের কথা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।

এতদুর যাহা আলোচনা করা হইল তাহাতে বুঝা গেল যে, কুসংসর্গ হইতে অন্যান্য অনিষ্টোৎপাতের সহিত বিলাসিতা, এবং বিলাসিতা হইতে যথেচ্ছা বা মিথ্যা আহার-বিহার উপস্থিত হয়। এই মিথ্যা আহার বিহারই ব্যাধিদানবের নিদান; এবং মানব হৃদয়ের সমুদয় সৎ-প্রবৃত্তির উৎসাদক। আমার বিশ্বাস, এই আহার ও বিহারকে শাস্ত্রোপদিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, আমাদের উন্নতিপথের কণ্টক অনেকাংশে অপসারিত হইবে। যাহা হউক, এই যথেচ্ছা আহার বিহারই "স্বেচ্ছাচার" নামে অভিহিত হয়। বলাবাহুল্য যে, সংযম শক্তির অভাবেই স্বেচ্ছাচারের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সংযম শক্তিহীন স্বেচ্ছাচারই মিথ্যা আহার বিহারাদির দ্বারা শরীর রক্ষণোপযোগী ধাতবীয় পদার্থের অপচয় সংঘটন করিয়া, নানা প্রকার কুৎসিত ব্যাধি

প্রবৃত্তির দ্বারা মানব শরীরের শক্তি-সৌন্দর্যের অপলাপ করিয়া কেবল যে অকালাগত করাল কালের পূজা করাইয়াই নিবৃত্ত হয়, তাহা নহে। প্রত্যুত মানবজীবনকে এক অসহনীয় অনুতাপরাশির আগার করিয়া তুলে। সংযম শক্তিহীন মানুষ, আপন দেহকে কেবল ব্যাধি বা তজ্জনিত অনুতাপমন্দিরে পরিণত করিয়া ক্ষান্ত হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি গুলির সেবাদাস হইয়া, পবিত্র মানব জীবনকে নরকের কীটে পরিণত করে। এবং ইহা অতি সত্য যে, এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তির সেবানুরত নর, সংঘটন করিতে পারে না, এমন কুকার্য্য জগতে আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

প্রত্যুত পৃথিবীর ইতিহাস (History of the world) আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, মনুষ্য সমাজে যাহারা সমধিক উন্নীত ও বরণীয় হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বাল্যকাল হইতেই সংযমাত্মক মহাশক্তির উপাসক। মহামনস্বী আর্য্য ঋষিগণ এই সংযমের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শিক্ষা ব্যপদেশে বলিয়াছেন

"শক্নোতি হৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সযুক্ত সসুখী নরঃ" (গীতা)

"মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি মৃতের ন্যায় কাম ক্রোধজাত উদ্বেগ সহ্য করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী নর"

এই সংযমাত্মক মহাশক্তি, মানব মনের একটী বৃত্তি মাত্র, কিন্তু অসীম শক্তি সম্পন্ন। বাল্যকাল হইতে চতুর্দ্দিকের কুসংসর্গ সমূহের দ্বারা এই মহোপকারী সংযম শক্তির অত্যধিক হ্রাসতা উপস্থিত করে। সংযমের অভাবে সৎবৃত্তির শিথিলতা জন্মায় এবং সৎবৃত্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মনের দৃঢ়তার একান্ত অভাব উপস্থিত করে। মনের দৃঢ়তা

strength of mind) ব্যতীত এ জগতে কোনও ব্যক্তি কোনও প্রকার উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। কঠোর সহিষ্ণুতা, অদম্য অধ্যবসায় প্রভৃতি উন্নতিকর সদ্‌গুণাবলী, দৃঢ়তাসম্পন্ন মন হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং শিথিল মন লইয়া সংসারে সজীব নরাকারে নির্জীব জড়ের পরিচয় বিজ্ঞাপিত করিয়া, সংসারের ভার বর্দ্ধন করা অপেক্ষা বিদায় গ্রহণ করা জগতের মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই।

সংযম শক্তির অভাবে যেমন স্বেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খল জীবন গঠিত হয়, তেমনি আবার স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত দুর্নীতি পরায়ণ নরে, পবিত্রতম সংযম শক্তির সত্বা সম্ভবে না। এই উভয়ের শক্তিতে উভয়েই কুপথে দ্রুত অগ্রবর্ত্তী হইয়া, মানব হৃদয়কে এমন এক অবস্থায় পরিণত করে যে, সে হৃদয়ে আর সৎশিক্ষা গ্রহণের ও শক্তি থাকে না। শাস্ত্র শব্দের মর্ম্মার্থের সারাংশ আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এখানেও বলি, হিন্দু জীবনের সুনিয়ামক যন্ত্র-শক্তি-স্বরূপ আর্য্য মনীষীগণের প্রণীত ধর্ম্মবিজ্ঞানের মঙ্গলময় অনুশাসন বাণীও, সেই উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু শাস্ত্র বাক্যই, স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল মানবকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিবার একমাত্র উপায়।

ব্যক্তিগত মানুষের বিভিন্নজাতীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া, সমাজ নামে অভিহিত হয়। আবার ঐ সমাজ-শক্তির ভাণ্ডার হইতে ভাব ও শক্তি গ্রহণ করিয়া, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত করে। মহামনস্বী আর্য্যঋষিগণ, হিন্দুসমাজের শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্যই, নানাপ্রকার নিরঙ্কুশ যুক্তি সম্বলিত অনুশাসন পদ্ধতি অর্থাৎ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া, সমাজ বা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিশেষের মানবকে, সুখ-শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিরবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যতদিন পর্য্যন্ত সেই শাস্ত্রবাক্যে মানুষের আস্থা ছিল, ততদিন মানুষের সুখ-শান্তি অব্যাহত ছিল।

শাস্ত্রবাক্যই আমাদের স্বেচ্ছাচারে বাধা প্রদান করিয়া, আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখে। এবং এইপ্রকারে সুনিয়ন্ত্রিত জীবনই মানুষের সুখ-শান্তি সম্বিধানে সক্ষম হয়। অনিয়ন্ত্রিত জীবনের বিষময় ফল, যাহা আমাদের বর্ত্তমান সমস্ত দুর্দ্দশার মূল কারণ; তাহার কথা পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে; সুতরাং এখানে আর কিছু না বলিলেও চলিতে পারে। তবুও বলি, যেইমাত্র কুসংসর্গরূপ মহাপাপে মানব-মন আকৃষ্ট হয়, অমনি—কুসংসর্গ হইতে বিলাসিতা, বিলাসিতা হইতে শাস্ত্র বিরুদ্ধ অনিষ্টজনক আহার-বিহার, এবং তাহা হইতে সংযম শক্তির অভাব, সংযমশক্তির হীনতাপ্রযুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ স্বেচ্ছাচার জীবন গঠিত হয়। স্বেচ্ছাচারী নর, মঙ্গলময় সদুপদেশপূর্ণ "শাস্ত্র" বাক্যে অবহেলা করিয়া, জীবনকে অনিয়ন্ত্রিত করিয়া ফেলে; ও সেই অনিয়ন্ত্রিত জীবন নিরন্তর দুঃখ উৎপাদন করিয়া, মানুষকে জীবন্তে মৃতপ্রায় করিয়া রাখে। পূর্ব্বালোচিত দেশ-বিধ্বংসকারী ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগাদি সেই অনিয়ন্ত্রিত জীবনের বিষময় ফল প্রসবকারী অসংখ্য অনিষ্টোৎপাতের অন্যতম মাত্র। প্রত্যুত সকলেরই মূলভিত্তি কুসংসর্গ।

কতদিন জানিনা, তবে বহুদিন হইতে সংশয় নাই, এই অপ্রত্যাশিত পাপ কুসংসর্গ এই দেশে অধিকার বিস্তার করিয়া, আর্য্য-নন্দনগণের পবিত্র হৃদয়ে স্বীয় পাপ-চরণ উপস্থাপন করিয়াছিল। এবং আমরাও সুদীর্ঘ কাল হইতে, সেই পরাক্রমশালী কুসংসর্গ ও স্বেচ্ছাচারের চরণ নিষ্পেষিত ক্ষীণ-জীবন লইয়া, ব্যক্তি-গত ও জাতি-গত শক্তির অপলাপ সংঘটন করিয়া আসিতেছি। শক্তিহীন হৃদয়ে পাপবুদ্ধির প্রতি-

পত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই পাপবুদ্ধি প্রণোদিত হিতাহিত চিন্তা বিরহিত আমরা, অবৈধ অনুকরণ প্রিয়তার মোহে পড়িয়া আমাদের জাতীয়-জীবনসংরক্ষক শাস্ত্রবাক্যে নিরতিশয় ভক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছি।

শাস্ত্রবাক্যে ভক্তিহীন হইয়া আমরা আপন আপন সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়াছি। আমরা সব ভুলিয়াছি, সব হারাইয়াছি। আমরা কপিল, কনাদ, পতঞ্জলির জ্ঞানবত্তা ও সূক্ষ্ম দর্শিতা; ব্যাস বশিষ্ট, বাল্মিকির কবিত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণতা; শিবি, হরিশ্চন্দ্র, রাম, রঘুর উদারতা, বদান্যতা, পরোপকারিতা; ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও দশরথের সত্য-প্রিয়তা; কর্ণের দানশীলতা; এবং পার্থের বীরতা ও সহিষ্ণুতা সব ভুলিয়াছি—সব হারাইয়াছি। কেন হারাইবনা? স্মৃতির ভাণ্ডার ভাবের বিকাশক মন। মোহ মদিরায়মত্ত আমাদের উদ্ভ্রান্ত মন, কাঞ্চন পরিহার করিয়া কাঁচের চিন্তায় বিভ্রান্ত ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, আপন ভুলিয়া পরে মজিয়াছে তাই আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের অতুলনীয় গৌরব সংবলিতশক্তি-সম্পদ সব হারাইয়াছি। সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠজীব মানুষ, সৃষ্টিলীলার সৌকার্য্যার্থ ঐশীশক্তি প্রভাবে জাগতিক কার্য্য সম্পাদনোপযোগী ইন্দ্রিয়গ্রামে ভূষিত হইয়া, আংশিক পরিমাণে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু স্থূল বা বহিরিন্দ্রিয়গণের পরিচালনোপযোগী যে সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় মন, অব্যাহত শক্তিতে ইন্দ্রিয়-গণের উপর প্রভাব পরিচালন করিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব শক্তির বহি-র্বিকাশ প্রকাশ করে সেই মনকে গঠন করিবার জন্য মানুষের আপনাকে প্রস্তুতকরিতে হয়। সংযত আহার বিহার ও উপাসনা ইত্যাদি ক্রিয়া-গুলি, মন গঠন করিবার সুন্দর উপায়। অবৈধ অনুকরণে উন্মত্তপ্রায় আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

প্রতিকুল স্রোতে নৌকা পরিচালন করিতে হইলে, যেমন অত্যধিক বল প্রয়োগ আবশ্যক হয়। সেইরূপ ঘটনা বৈচিত্র্য প্রযুক্ত সংসার সাগরের সদা প্রতিকুলস্রোতে, মানবের দেহতরণী পরিচালন করিতে হইলে ; মনরূপ নাবিককে অত্যন্ত সতর্ক এবং দৃঢ়ব্রত করা আবশ্যক। অনুকুল স্রোতে জীবন পরিচালন করিবার সুযোগ সুবিধা, এজগতে খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ঐরূপদৃঢ়। ব্রততা এবং সতর্কতা, প্রায় সকলেরই আবশ্যক। তবে মনকে ঐপ্রকারে গঠিত করিতে হইলে, নূতন কোনও আয়োজন আবশ্যক। পূর্ব্বতনকালে ঐ আয়োজনের বহুলপ্রচার, সমাজকে সর্ব্বদা সৎশক্তিতে পরিপুষ্ট করিয়া রাখিত। সেকালে ঐপ্রকার প্রচারের জন্য দেশ-পতি রাজা পর্য্যন্ত, সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর রহিতেন। সুতরাং তখন উহা সমাজের সাধারণ নিয়ম বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু কালপ্রভাবে-ভাগ্যদোষে চিরপরিচালিত বিষয়কেও আমরা এখন নূতন বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেছি। সে যাহা হউক, সেই পূর্ব্বোক্ত আয়োজন এই যে, যে চৈতন্যময় মহাপুরুষের শক্তি প্রভাবে জীবের জড় দেহও চেতন বলিয়া প্রতীত হয় বা চেতনের ন্যায় পরিচালিত হয়, এবং যে চৈতন্যময় পরমাত্ম পুরুষের মহীয়ানশক্তি প্রভাবে, মানুষের জড়মনও অদমনীয়অনন্ত-অসীম-শক্তিশালী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইপরমাত্মারূপী চৈতন্যময় মহা-পুরুষকে, অসদাবরণে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ আবরণকে অপসারিত করিয়া চৈতন্যময় ভগবৎ শক্তিকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। শক্তির আধার জ্ঞান-ভাণ্ডারের দরজা খুলিয়া দিতে হইবে। সংযত আহার বিহার ও কঠোর সাধনার দ্বারা সংগঠিত মনের শক্তি প্রভাবের অভযাতে উহা সম্পাদিত হয়। এবং উহা

সম্পাদিত হইলে, ঐ চৈতন্যময় পরম পুরুষের শক্তি প্রভাবে মনের জড়তা, আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, কাম, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, বৃথামত্ততা প্রভৃতি দোষ সমূহ অপনোদিত হইয়া, মনের শক্তিতে নির্ম্মল শুদ্ধাত্মক ভাবের বিকাশ হইবে। এবং শম, দম, ক্ষান্তি, দাক্ষিণ্য, শৌচ, আর্জ্জব প্রভৃতি সদ্‌গুণ নিচয়ের বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মানুষকে উন্নতি হইতে উন্নতি-অনন্ত-অসীম উন্নতি বা পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে থাকে। এই প্রকারে উন্নীত নরের মধ্যে "কর্ম্ম" "জ্ঞান," "ভক্তির" শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হওয়ায়, ক্রমে তাহারাও আপন আপন পূর্ণতার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে।

একটী একটী করিয়া মানুষের শক্তি লইয়া, সমাজ ক্ষেত্র নির্ম্মিত হয়। ঐ সমাজে যে সমস্ত বালক বালিকা জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা ঐ সমাজরূপ ক্ষেত্র হইতে স্বভাব ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া, আপনার জীবনকে গঠন করিতে সমর্থ হয়।

যে সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমাত্মারূপী চৈতন্য—শক্তি সমধিক আবরনোন্মোচিত বা জাগরুক হইয়াছে, সেই সমাজ সমধিক উন্নীত স্বভাব সম্পন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। এবম্প্রকারে উন্নীত সমাজ, অভাবের উৎপীড়নে নিতান্ত জর্জ্জরিভূত হয় না। অবশ্য একই নরের মধ্যে "কর্ম্ম," "জ্ঞান" ও "ভক্তির" সম্যকবিকাশ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা না দেখিতে পাইলেও শক্তি-সম্মিলনের ক্ষেত্র সমাজ। এবং এক দেশবাসী প্রত্যেক নরনারী ঐ সমাজের এক একটী অংশ সুতরাং ব্যক্তি বিশেষ উক্ত ভাবত্রয়ের কোনও এক ভাবকে অধিকতর উদ্বোধিত করিয়া, আপনি সমধিক উন্নতি পথে অগ্রবর্ত্তী হয়, এবং সমাজকে সেই জাতীয় শক্তি অধিকতররূপে প্রদান করে।

এবং সমাজের প্রত্যেক নরনারীই, ঐ সম্মিলিত শক্তির ভাণ্ডার হইতে অল্পাধিক পরিমাণে "জ্ঞান" "ভক্তি" ও কর্ম্ম ভাবোদ্দীপক শক্তি সংগ্রহ করিয়া, আপন অভাব কতকাংশে পূরণ করিয়া লয়। সমাজ বহু সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমূহ দ্বারা অধিকৃত। তাহার কারণ এই যে, প্রাগুক্ত প্রকারের "কর্ম্ম," "জ্ঞান" ও "ভক্তি" ত্রিবিধ ভাব, অথবা 'স্বত্ত' "রজ" ও "তম" এই ত্রিবিধ ভাব দ্বারা সমস্ত জগৎ নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যুত উপরোক্ত একটী ভাব বা একটীগুণ, আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। একই ভাবের বা গুণের লোক সমূহ সকলেই, একই বিষয়ের সমান উন্নতি লাভে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাহাদের মধ্যে উচ্চ নীচতার ভেদ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারেই প্রত্যেক শ্রেণীর লোক গুলির মধ্যে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী বিভাগ (subsection) হইয়া, তাহারই ফলে ভারতীয়—অন্ততঃ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ, বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উন্নতিতে, সমাজের শক্তি আংশিক বর্দ্ধিত হয়, এবং সমাজস্থ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐ শক্তি, বৈদ্যুতিকশক্তির (Electricity) ন্যায় সবেগে পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের, অথবা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রচুর উন্নতি, সমাজস্থ প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের একান্ত প্রার্থনীয় হওয়া উচিৎ? এবং আপন আপন শ্রেণীর উন্নতির জন্য, সকলেরই সমধিক চেষ্টা-যত্ন তৎপর হওয়া উচিৎ।"

যাহাই হউক এইপ্রকারে সমাজ উন্নীত হইলে, সেই সমাজে ধন-ধান্য,আয়ু-আরোগ্য, জ্ঞান-ভক্তি, ধর্ম্ম কর্ম্ম, বল-বীর্য্য প্রভৃতির অভাব উপলব্ধি হয় না। আর্য্যমনীষীগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজ, তৎকালে এইভাবে পরিচালিত হইত বলিয়া, তখন হিন্দুসমাজের লোক, অনন্ত উন্নতি পথে প্রধাবিত হইয়াছিল। অধুনা পাপ কুসংসর্গ প্রভাবের বিষময় ফলে, সংযম শক্তি

হীন বঙ্গীয়-হিন্দু সমাজের প্রত্যেক সম্প্রদায়, বিশেষতঃ উচ্চ সম্প্রদায়, তাহাদের বিলাস বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনোদ্দেশে, যথেচ্ছা আহার বিহারের ফলে সম্ভাবিত উচ্ছৃঙ্খল জীবন-ভার লইয়া, অনন্ত হইতে অনন্ত দুঃখের আলিঙ্গনে নিরন্তর জর্জ্জরিত হইতেছে। পূণ্য-পূণ্যকে, পাপ-পাপকে সাদরে আহ্বান করে। আমরা বহুদিন হইতে যত্নের সহিত, পাপ-কুসংসর্গকে হৃদয়ের রক্তদিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছি! তাহার ফলে আমরা এতাধিক অনাবশ্যক পাপ রূপ-অনুকরণ-প্রিয় হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের জীবন নিয়ামক মহাশক্তি স্বরূপ ঋষিবাক্য শাস্ত্রসমূহে অনাস্থাও অভক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিজাতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে মনোভি-নিবেশ করিয়াছি, তাহারই বিষময় ফল সর্ব্ববিষয়িনী অভাব।

এই অভাব দূর করিতে, পতনোন্মুখ দেশকে রক্ষাকরিতে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বদ্ধ পরিকর হইয়া নানা প্রকার চেষ্টাযত্নের আবির্ভাব করিতেছেন, বা করিয়াছেন। অত্যধিক রাজনীতিক আন্দোলন ইত্যাদি (Extremely Political agitation &c) তাহার অন্যতম চেষ্টা বা-যত্ন এই অসাময়িক রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দেশবাসী মধ্য-বিত্ত গণের ভাবশিষ্ট ধন,মান রক্ষাকরা, কষ্ট সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই বলি কার্য্যতঃ যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এই পতনশীল দেশের পক্ষে ; এই জাতীয় উপায় অবলম্বন করা প্রচুর পরিমাণে মঙ্গল সাধক নহে। সে যাহা হউক এই সর্ব্ববিষয়িনী অভাবের প্রতিকার প্রার্থীহইলে কি করিতে হইবে ; ইহা অত্যাবশ্যকীয় গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাহি যে, আপনাকে পবিত্র ভাবের বিকাশোপযোগী চরিত্রবান করিয়া গঠন করিতে হইবে। কারণ "ভাব" বিকাশের শক্তি না জন্মিলে, "কর্ম্ম-শক্তি" সহজে উদ্বোধিত হয় না। পাশ্চাত্যেরাওএকথা শতমুখে বলিয়া থাকেন যে ;—

"Cultivated feelings are the foundation of the working life."

অনুশীলীত "ভাব" সমষ্টিই কর্ম্মজীবনের মূল ভিত্তি"

সুতরাং আমাদিগকে অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। অতীতের গৌরবপূর্ণ চরিত্র কাহিনীর অত্যধিক আলোচনা করিয়া, অতীতকালের মনস্বীগনের পুণ্য পূত চিত্রাবলী সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহার মধ্য হইতে এবং তাঁহাদিগের উপদিষ্ট শাস্ত্র বাক্য-দ্বারা, ভাবপূর্ণ ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিতে হইবে। অতীতকে অবহেলা করিয়া, আমরা এবম্প্রকার দূরবস্থা ভোগ করিতেছি। এখনও সাবধান না হইয়া অতীতকে ভুলিয়া রহিলে, আমাদিগকে উৎসাদনের পথে আরও দ্রুত অগ্রসর হইতে হইবে।

দেশে সুদীর্ঘ কাল হইতে প্রবহমান পাপ স্রোতের পরিবর্ত্তন করিতে কে প্রস্তুত হইবে? কেতাহার জন্য নিস্বার্থ ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হইবে? আমাদের চিন্তা-বিষেজর্জ্জরিত কালচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন হৃদয়ে, এতশক্তি সম্ভব হইবেনা। কিন্তু উদ্যম উৎসাহের আবাসস্থল নব-বলদৃপ্ত ছাত্রজীবনই ইহার অত্যন্ত উপযুক্ত হইবে।

উপসংহার।

স্নেহভাজনছাত্রগণ! বঙ্গ-জননীর অঞ্চলের নিধিছাত্রগণ! বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ ভাগ্য-গগনের প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রনিচয় ছাত্রগণ! তোমরা ইহার জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের স্বজাতি, তোমাদের প্রতিবাসীবর্গ পুড়িয়া ছারখার হইতেছে; তোমরা না দেখিলে কে দেখিবে? তোমরা এত যত্ন এত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছ কেন! বিদ্যাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিলাস সাগরে নিমজ্জিত হইবার জন্য—না জ্ঞানের জন্য? যদি জ্ঞান আবশ্যক বোধ করিয়া থাক, তবে তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্রচরিত্রে, ঋষিগণের উপদিষ্ট শাস্ত্র-বাক্যে আস্থা স্থাপন কর, ভক্তি প্রদর্শন কর। শম, দম, ক্ষান্তিঃ, দাক্ষিণ্য, শৌচ, আর্জ্জব, বদান্যতা উদারতা, সরলতা, সৎসাহসিকতা, ধর্ম্ম-প্রাণতা, নিস্বার্থতা প্রভৃতির সহিত জাতীয় ধর্ম্ম পরিচালন পদ্ধতি শিক্ষা কর। এবং ভগবৎ-শক্তি প্রভাবোদ্ভূত ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, প্রতিবেশী গণের দ্বারে-দ্বারে, জনে-জনে ঋষি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ-সহিত, ভগবদ্ধর্ম্ম-প্রচার কর। ঊনবিংশশতাব্দীর বাঙ্গালার ভাগ্য-গগণের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রদৃঢ়স্বরে বলিয়া গিয়াছেন।

"And whoever tries to bring the past to the door of every one, is a great benefactor to his nation"

"যিনি এই ভারতের অতীত কাহিনী ঘরে-ঘরে প্রচার করিবেন, তিনিই এই জাতির পরমবান্ধব স্বরূপে পরিগণিত হইবেন।

চতুর্দ্দিক (Surroundings) ভাল না হইলে, তোমরাও ভাল হইতে—ভাল থাকিতে পারিবেনা। সুতরাং যদি তোমরা আত্মোন্নতির প্রয়াসী হও, তবে তোমাদের প্রতিবেশী গণের জন্য তোমাদের

প্রস্তুত হইতে হইবে। নিস্বার্থ ভাবে তাহাদেরজন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত কর।

তোমরা কি জাননা যে,

"Unselfishness is more paying"

"নিস্বার্থতা, স্বার্থপরতা হইতে অধিক ফলপ্রদান করে।"

উহাকে নীতি শাস্ত্রের শুন্য গর্ভবাক্য বলিয়া উপেক্ষা করিও না। উহার মধ্যে আত্মোন্নতিকর মহাশক্তি প্রচুর পরিমাণে লুক্কাইত আছে।

আলস্য, জড়তা, স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া, অদম্য উৎসাহ সহকারে ধর্ম্মোপার্জ্জন কর, এবং সৎসাহসের সহিত, আপন উন্নতির জন্য উহা বিতরণ কর। ধর্ম্মপথ দুর্গমনীয়, এবং দুরতিক্রমনীয় বলিয়া পশ্চাৎপদ হইওনা। ঐ শুন পাশ্চাত্য প্রদেশের মনস্বী লেখক মহাত্মা ব্লাকী (Blackey) বলিয়াছেন—

"Al beginnings are difficult as the German proverb says; and the more excellent the task the greater the difficulty. * * Defficult things are only things worth doing, and they are done by a determined will, and a strong hand.

'সমুদয় কাজেরই প্রারম্ভ অতীব কঠিন, এবং কাজ যতমহৎ তাহার কাঠিন্য ও তত অধিক, কঠিন কার্য্যই কর্ত্তব্যের উপযোগী আর তাহা সুদীর্ঘ সংকল্প এবং নিপুণ হস্ত দ্বারা সম্পাদিত হয়।

তোমরা আর্য্য সন্তান, তোমাদের কার্য্য দক্ষতা এবং সৎসাহসিকতার পরিচয় দিতে পশ্চাৎ পদ, হওয়া উচিৎ নহে। দুর্ব্বলতার জন্যই তোমাদের সমুজ্জল প্রশান্ত মুখমণ্ডল কলঙ্ক-কালিমাধারা

আবরিত হইয়াছে। আর আলস্যে বা জড়তায় নিদ্রিত রহিওনা। স্বন্যবোধে পাপ "কুসংসর্গের" উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হও।

তোমাদের বেদ, যাহা অধ্যাত্ম বাদের জগদ্‌গুরু। তাহা অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারিবে যে, দুর্ব্বলতা পরিহার জন্য বেদ পুনঃ পুনঃ কঠোর অনুজ্ঞা বানী প্রচার করিয়াছেন।

কঠোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত",

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ঃ বদন্তি।"

উদ্দেশ্যস্থলও গন্তব্যপথ, যদিও শানিত ক্ষুর-ধারোপরি পথের ন্যায় দুর্গমনীয়, এবং দুরতিক্রমনীয়, তবুও জাগ, উঠ, বরণীয় এবং শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা লাভ কর।

কোনও মহৎ কার্য্য করিতে হইলে, তাহার ফলের জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন।

"If you want to do a great or a good work, not trouble yourself about what the result will be.

স্বষ্টির নীতি ও ভগবদ্বাক্য—

"অনন্ত অভাব ফল—অনন্ত উন্নতি"

সুতরাং বর্ত্তমান দেশের সর্ব্ব বিষয়িনী অভাবের প্রতিকার জন্য, তোমরা জাতীয়-ধর্ম্ম পরিচালনার দ্বারা চেষ্টা করিলে, নিশ্চয়ই কৃত-কার্য্য হইতে পারিবে।

ধর্ম্মেরপথে—ধর্ম্মেরদ্বারা তোমাদের অবশ্যম্ভাবী উন্নতি প্রহেলিকা নহে—ভগবদভিপ্রেত। তাই বলি, সেই পার্থ-সারথির চরণ-প্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া, তদীয় সৌম্য-শান্ত পবিত্র-প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে

রাখিয়া, আত্মোন্নতি প্রয়াসী ছাত্রগণ? তোমরা একবার সমস্বরে দিগন্তোচ্ছ্বাসিত করিয়া গাওদেখি।

"রোধিবে এ স্রোত, শক্তি নাহি মানবের।"
"জাতীয় জীবনস্রোত কিন্তু স্বার্থ বলে,
অনন্ত মরুর দিকে নিতেছে ঠেলিয়া।
প্রকৃতির গতিদেব করিয়া নিষ্ফল,
বিফল করিব তাহা, নিব ফিরাইয়া
অনন্ত সিন্ধুরমুখে, নিষ্কাম আমরা,
সেই সিন্ধু নারায়ণ, সরল সুন্দর এই
প্রকৃতির গতি, অনন্ত উন্নতি
প্রকৃতির নীতি, প্রভো নহে অবনতি।
মানব অপূর্ণ-মাত্র পূর্ণ নারায়ণ।
(সেই) পূর্ণব্রহ্ম মহাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া,
অপূর্ণ আমরা সবে যাইব ভাসিয়া
সেই পুর্ণতার দিকে, নিব ভাসাইয়া
সমস্ত মানব জাতি, উন্নতির পথে।
অনন্ত অভাব ফল-অনন্ত উন্নতি,
এই মহামন্ত্র দেব র'য়েছে অঙ্কিত,
প্রস্তরে, উদ্ভিদে, জীবে, মানবহৃদয়ে,
সর্ব্বত্র অমরাক্ষরে। সৃষ্টির বিজ্ঞান,
ঘোষিতেছে এই মন্ত্র। সৃষ্টির যখন
যেরূপ অভাব ঘটে উন্নতি তেমন"

তাই বলি আমাদের ভবিষ্যৎ আশার একমাত্র ভরসাস্থল তোমরা, আলস্য জড়তাপূর্ণ নিস্তেজ হৃদয়ে কালাতি বাহিত করিওনা।

সুধাসদৃশ পরিতৃপ্তিকর আত্মোন্নতির জন্য অন্যপন্থা পরিহার করিয়া, ঋষিবাক্যে আস্থাও ভক্তিস্থাপন করতঃ কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হও।

ওঁ তৎসৎ।